ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ভিন ডিজেলকে জড়িয়ে ফের ট্রলের মুখে দীপিকা

পৃঃ ৫

শাখতারে ধরা খেল বার্সা, মিলানের কাছে পিএসজি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩০৭ ● কলকাতা ● ২৫ কার্ত্তিক, ১৪৩০ ● রবিবার ● ১২ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

টেন্ডারে বেনিয়ম নিয়ে

খোঁজ শুরু ইডি'র

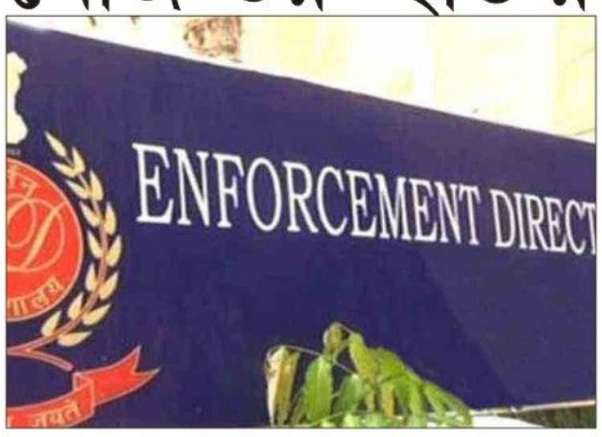

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেশন কেলেঙ্কারির জেরে ইতিমধ্যেই প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে ইডি। এ বার তাঁর নতুন দফতর বনবিভাগের বেনিয়মের ব্যাপারে খোঁজখবর শুরু করেছে ওই কেন্দ্রীয় সংস্থা।প্রশ্ন উঠেছে, উত্তরবঙ্গের অন্তত দু'টি জাতীয় উদ্যানের গা ঘেঁষে নির্মীয়মাণ আবাসন প্রকল্পের অনুমোদন নিয়েও। জাতীয় উদ্যান (ন্যাশনাল পার্ক) বা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের (প্রোটেক্টেড ফরেস্ট) পার্শ্ববর্তী নির্দিষ্ট এলাকাকে ইকো সেনসিটিভ জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। বন আইন অনুযায়ী ২ থেকে ১০ কিলোমিটার বিস্তৃত ওই এলাকায় এমন কোনও কর্মকাণ্ড করা যায় না যা অরণ্য কিংবা বন্যপ্রাণের স্থিতিশীলতাকে ক্ষুণ্ণ করে। অবসরপ্রাপ্ত পরিবেশ কর্তা তথা পরিবেশকর্মী বিশ্বজিত

এরপর ৩ পাতায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে আগামী ১২ই নভেম্বর, ২০২৩ "কালীপূজা ও দীপাবলী" উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে, তাই ১৩ই নভেম্বর, ২০২৩ আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশন হবে না আগামী ১৪ই নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে।

পুলওয়ামায় লুকিয়ে জঙ্গিরা, অভিযানে সেনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফের জম্মু ও কাশ্মীরে শুরু হল জঙ্গিদমন অভিযান। সে রাজ্যের পুলওয়ামা জেলায় শুরু হয়েছে জঙ্গিদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির লড়াই। জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশের পক্ষে এ কথা জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, পুলওয়ামা জেলার পারিগাম এলাকায় এই এনকাউন্টার চলছে শনিবার দুপুর থেকে।ওই এলাকায় জঙ্গিদের গতিবিধির খবর ছিল ভারতীয় সেনার কাছে। বৃহস্পতিবার জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ানে সেনার অভিযানে এক জঙ্গির মৃত্যু হয়েছিল। মৃত জঙ্গি আহমেদ দার দ্য রেজিস্ট্যান্ট ফ্রন্ট নামে জঙ্গি সংগঠনের সদস্য বলে জানিয়েছে পুলিশ। এর দু'সপ্তাহ আগে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের হেড কনস্টেবলকে গুলি করে খুন করে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা। জঙ্গিরাই এই ঘটনা ঘটিয়েছিল বলে অনুমান। তার পর থেকেই উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান শুরু করেছে যৌথ বাহিনী। শনিবারও চলছে সেই অভিযান।তার ভিত্তিতেই শুরু হয় অভিযান। সেনা ও পুলিশের যৌথ বাহিনী সেখানে পৌঁছতেই জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয়। কাশ্মীর পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা এলাকা কড়া নিরাপত্তা বলয়ে ঘিরে রেখেছে যৌথ বাহিনী। এবং জঙ্গিদের খোঁজে চালানো হচ্ছে তল্লাশি। তবে এখনও পর্যন্ত পারিগাম এলাকা থেকে কোনও হতাহতের খবর মেলেনি।

দুয়ারে সরকারের বেলুন

ফাটিয়ে দিয়েছেন ভাইপো'; শুভেন্দু

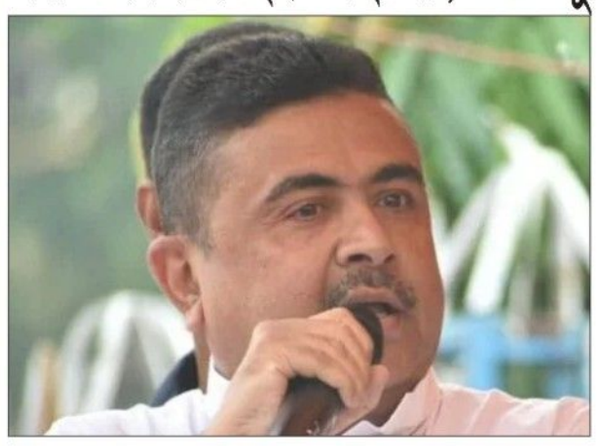

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নজরে ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্র। সদ্য অভিষেকের বিরুদ্ধে এই কেন্দ্রেই দাঁড়ানোর ইচ্ছেপ্রকাশ করেছেন সদ্য নৌশাদ সিদ্দিকী। যা নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। লোকসভা ভোটের আগে, শিকড় দৃঢ় করতেই কি নয়া রণনীতি ? গুঞ্জন রাজনৈতিক মহলে। মূলত ডায়মন্ড হারবারের ৭০ হাজার মহিলাকে বার্ধক্য ভাতা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'আমি আপনাদের বলছি, কেন্দ্র হাজার চেষ্টা করলেও, ডায়মন্ড হারবারের একটা লোককেও ভাতে মারতে পারবে না। আর আপনাদের টাকা আটকে রেখে, আপনাদের শিক্ষা দিতে যদি চায় কেন্দ্র, যতদিন আমি আছি, আমি এটা হতে দেব না। আমি কাজ করে দেখিয়েছি। আগামী দিনেও দেখাব। যদি ৭০ হাজার বয়োঃজ্যেষ্ঠ মহিলার বার্ধক্য ভাতার ব্যবস্থা আমি করতে পারি, তাহলে যারা ১০০ দিনের কাজে বঞ্চিত, তাদের ব্যবস্থাও আমি খুব শিগগিরই করব, আপনাদের কথা দিয়ে যাচ্ছি, নিশ্চিন্তে থাকুন', তাতপর্যপূর্ণভাবে বার্ধক্য ভাতার মতো সরকারি প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলে ধরে, ডায়মন্ড হারবারবাসীর প্রতি নিজের কমিটমেন্ট মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।আর এরপরেই টুইটে নাম না

এরপর ৩ পাতায়

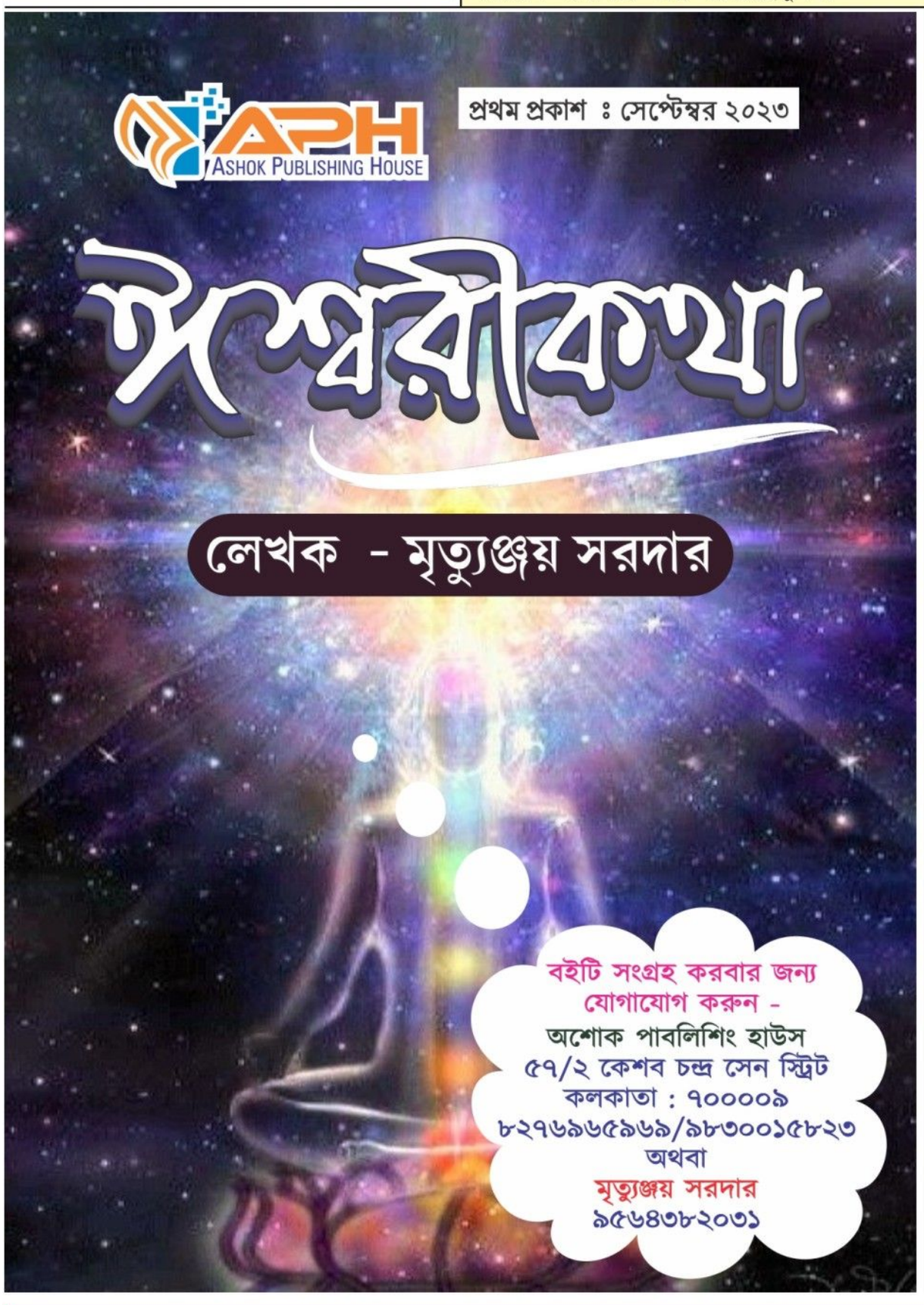

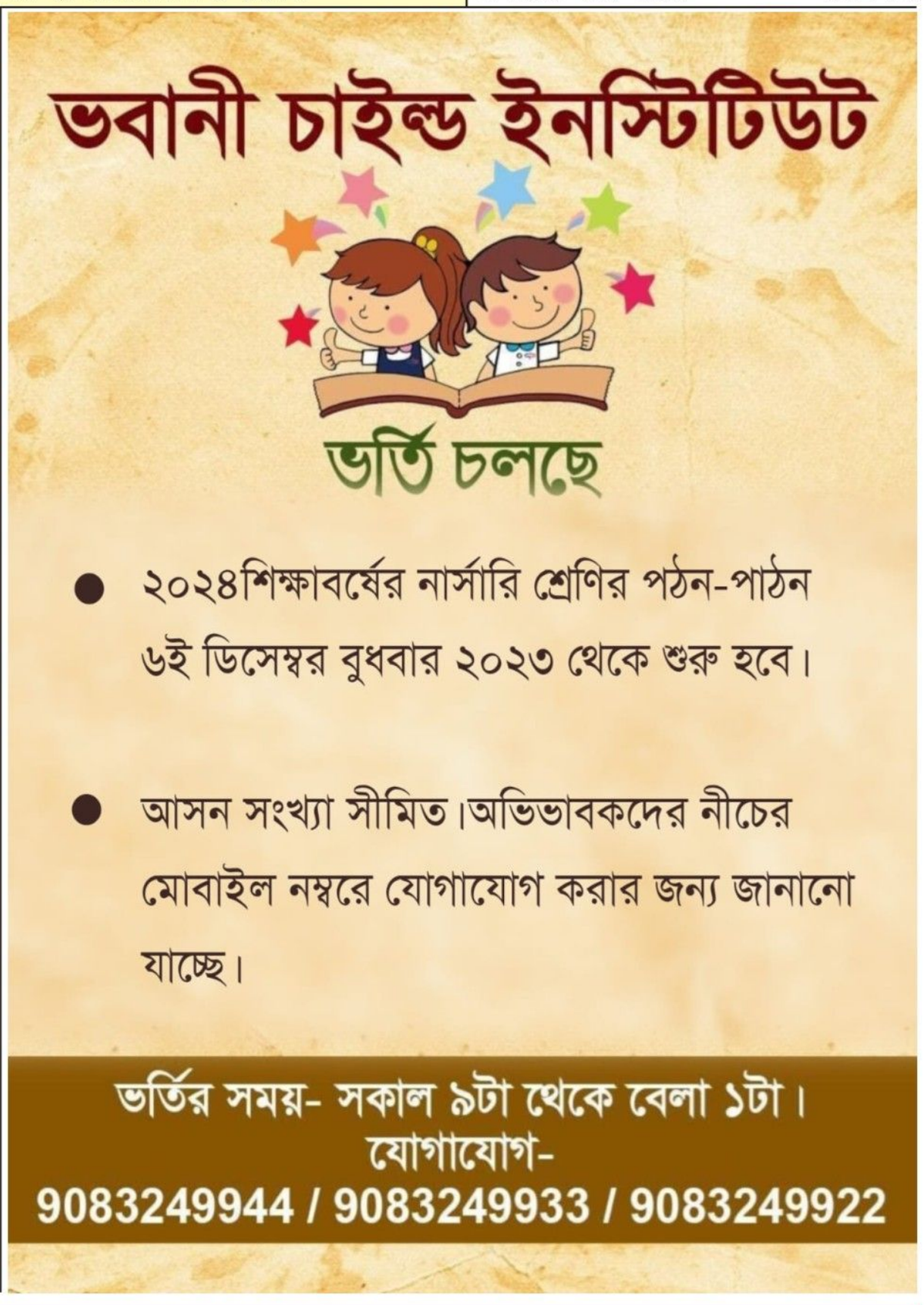

তারাপীঠে পুজো দেওয়া যাবে আজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আজ দীপান্বিতা অমাবস্য, অর্থাৎ কালীপুজে। আর কালীপুজে মানে, সমস্ত সতীপীঠ ও শক্তিপীঠে দেবী কালিকার বিশেষ আরাধনা। সঙ্গে প্রচুর ভক্ত সমাগম। ব্যতিক্রম নয় বীরভূমের তারাপীঠও। বরাবরের মতো এবরেও তারাপীঠে প্রচুর ভক্ত সমাগম হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।প্রসঙ্গত, বীরভূমের অন্যতম দর্শনীয় স্থান এই তারাপীঠ। সারাবছরই ভক্তদের সমাগমে গমগম করে এই শক্তিপীঠ। দূরদূরান্তের ভক্তরা ভিড় করেন মা তারা দ্বারে। নানান মনোবাসনে নিয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে আসেন তাঁরা। তারমধ্যে বছরের বিভিন্ন বিশেষ দিন, যেমন কালীপুজোর মতো তিথিতে উপচে পড়ে ভক্তের ঢল। আর এই দিনগুলিতে যাতে কোনওরকম বিশৃঙ্খলা ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, তার জন্য মোতায়েন থাকে পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী। সঙ্গে কড়া নজরদারি চলে প্রশাসনেরও। উদ্দেশ্য একটাই, তারা মায়ের চরণে এসে যেন নির্বিঘ্নে পুজো দিতে পারেন ভক্তরা।সাধারণত প্রতি অমাবস্যাতেই তারাপীঠে নামে ভক্তের ঢল। আর দীপান্বিতা অমবস্যাতে তো কথাই নেই। আসলে কেউ মা তারার কাছে মনের বাসনা জানিয়ে মানত করেন, কেউ আবার মনেবাসনা পূর্ণ হলে মা-কে দেওয়া কথা রাখতে আসেন। তাই কখন পুজো,বা পুজোর নিয়ম বিধি জেনে নেওয়াটা ভক্তদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।সৈকত মুখোপাধ্যায় নামে মন্দিরের এক সেবায়েত জানান, সোমবার সকাল পর্যন্ত চলবে অমাবস্যা। আর অমাবস্যা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হবে বিশেষ আরতি, যা নিত্যদিনের আরতির চেয়ে কিছুটা অন্যরকম। সেই আরতি হবে একটু রাতের দিকে। আর আরতির পর হবে মায়ের খিচুড়ি ভোগ। সৈকত আরও জানান, তারাপীঠে মাত্র দু'দিনই রাতে ভোগ হয়। একটা হচ্ছে দুর্গাপুজোর পর, লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন। সেইটাই হচ্ছে তারামায়ের আবির্ভাব তিথি। আর দ্বিতীয় হচ্ছে এই কালীপুজোর রাতে। এছাড়া সারাবছর মায়ের শীতল ভোগ হয়।

ভোগে কী কী থাকে?

কালীপুজোর বিশেষ তিথিতে মায়ের ভোগে কী কী থাকবে তাও জানিয়ে দেন সৈকত মুখোপাধ্যায়। তিনি জানান, মায়ের ভোগে থাকবে খিচুড়ি, পোড়া মাছ, বিশেষ কিছু ভাজা যেমন, ঢ্যাঁড়স, আলু, ২টি তরকারি, বিশেষত পাঁচ মেশালি ও ফুলকপি আলুর ঝোল। আর যদি কেউ মায়ের কাছে বলিদান দিয়ে থাকেন, তাহলে সেই বলিদানের প্রসাদ। তারাপীঠের এই বলিদানের প্রসাদকে বলা হয় মহাপ্রসাদ। এগুলি দিয়েই ভোগ হয়।

বাতিল বিএড কলেজের অনুমোদন,

শুনেই মাথায় বাজ পড়েছে পড়ুয়াদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পরীক্ষা হবে বলেই জানতেন পড়ুয়ারা। চলতি মাসের ২৭, ২৮ ও ২৯ তারিখে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার ১৭ দিন আগেই কার্যত আকাশ ভেঙে পড়েছে পড়ুয়াদের মাথায়। সাধারণত শিক্ষকের চাকরির জন্যই বিএড কোর্স করতে হয়। তাই বিএড কলেজ বাতিল হওয়ার খবর শুনেই হাত পা কাঁপছে ছাত্রছাত্রীদের।পরিকাঠামো ছিল না ঠিক মতো, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা নিয়েও যে ত্রুটি ছিল, সে কথা জানিয়েছেন বিভাস নিজে। তবে তাঁর দাবি, সেই সব ত্রুটি মেরামত করে দেওয়া হয়েছে। কলেজের অনুমোদন কেন বাতিল হল? কলেজের সম্পাদক ও সভাপতিই জবাব দেবেন বলে দাবি করেছেন বিভাস।

বর্তমানে মিনার্ভায় পড়ুয়ার সংখ্যা ১৫০ জন আর রাসবিহারীতে ১০০ জন। কী হবে তাঁদের ভবিষ্যত? সেটাও জানা নেই বিভাসের। বকলমে রাসবিহারী কলেজের কর্তা হলেও নিজেকে একজন কর্মী বলেই দাবি করেছেন বিভাস।টাকা খরচ করে যে কোর্স করতে হল, যার ওপর ভবিষ্যত নির্ভর করছে পড়ুয়াদের। সেই কোর্স আদৌ শেষ করা সম্ভব কি না, সেই প্রশ্নই করছেন পড়ুয়ারা।

লাবনী করণ নামে পূর্ব মেদিনীপুরের এক পড়ুয়ার কার্যত ভেঙে পড়েন এই খবর শুনে।তিনি বলেন, "পরীক্ষা হবে বলেই তো জানতাম। এবার কী করব, জানি না। শুনেই আমার হাত-পা কাঁপছে। খুব নার্ভাস লাগছে।" একদিকে মামলার জটে আটকে আছে নিয়োগ, তার মধ্যে বিএড কোর্স নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় কী করবেন বুঝতে পারছেন না আনন্দ শি নামে আর এক ছাত্র।

শুক্রবারই বাতিল হয়েছে রাজ্যের একাধিক কলেজের অনুমোদন। সেই তালিকাতেই নাম রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের পাসকুড়ার দুই কলেজের। একটি হল মিনার্ভা এডুকেশন। এই কলেজটি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার হওয়া তাপস মণ্ডলের। আর অপরটি রাসবিহারী এডুকেশন। এটি চলে তাপস মণ্ডলের ভাই বিভাস মণ্ডলের শ্বশুরের নামে। কিন্তু সবটাই দেখাশোনা করেন বিভাসই।

পরিকাঠামো ছিল না ঠিক মতো, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা নিয়েও যে ত্রুটি ছিল, সে কথা জানিয়েছেন বিভাস নিজে। তবে তাঁর দাবি, সেই সব ত্রুটি মেরামত করে দেওয়া হয়েছে। কলেজের অনুমোদন কেন বাতিল হল? কলেজের সম্পাদক ও সভাপতিই জবাব দেবেন বলে দাবি করেছেন বিভাস।

আচার্য জে বি কৃপালনীর জন্মবার্ষিকীতে

শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : "আচার্য জে বি কৃপালনীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আমি তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ভারতের সংগ্রামের এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা ছিলেন তিনি। এই কারণেই তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয়। দেশের গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর নিরন্তর প্রচেষ্টা আমাদের জাতীয় জীবনে একটি স্থায়ী স্বাক্ষর রেখেছে। তাঁর সমগ্র জীবন ও কর্মই ছিল স্বাধীনতা ও ন্যায়ের আদর্শকে তুলে ধরার সপক্ষে।" আচার্য জে বি কৃপালনীর জন্মবার্ষিকীতে তাঁর উদ্দেশে এইভাবেই গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

মৌলানা আজাদের জন্মবার্ষিকীতে

তাঁকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিশেষ স্তম্ভ রূপে বর্ণনা করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : মৌলানা আজাদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় তাঁর উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি মৌলানা আজাদকে এক বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিশেষ স্তম্ভ রূপে বর্ণনা করেছেন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মৌলানা আজাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি যে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ, একথারও উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায়। সমাজমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ঐ বার্তার বয়ান এখানে দেওয়া হল:

"মৌলানা আজাদের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে আমি স্মরণ করি। তিনি ছিলেন এক বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক স্তম্ভবিশেষ। এমনকি, শিক্ষার প্রতি তাঁর অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। আধুনিক ভারত গঠনে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা আজও মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে।"

সরকারি জনকল্যাণমুখী কর্মসূচিগুলি

দেওয়ালি উদযাপনের মুহূর্তে দেশের প্রতিটি পরিবারে খুশির রোশনাই এনে দিয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : "দেশের জনকল্যাণমুখী কর্মসূচিগুলি প্রতিটি পরিবারেই দীপাবলি উদযাপনকালে খুশির রোশনাই এনে দিয়েছে। এই ঘটনায় আমি বিশেষভাবে সন্তুষ্ট #VocalForLocal।" সম্প্রতি MyGovIndia এক্স হ্যান্ডেলে এক ভিডিওয় 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা', 'উজ্জ্বলা যোজনা', 'প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা', 'প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা', 'আয়ুষ্মান ভারত কর্মসূচি', ইউপিআই-এর সাহায্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেন এবং 'স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া' সহ বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচির সাফল্য সম্পর্কে এক বার্তা তুলে ধরা হয়। এর প্রত্যুত্তরে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় এইভাবেই তাঁর সরকারের এই কর্মসূচিগুলির সাফল্যে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরীকালীমাতাঠাকুরাণী, শ্রীরামপুর থানার পাশে, হুগলি

ফের কেন্দ্রের প্রশ্নের মুখে রাজ্য,

'স্বচ্ছ ভারত মিশন' প্রকল্পে একাধিক জেলার কাজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্বচ্ছ ভারত মিশনে' শৌচালয় তৈরির কাজ নিয়ে আবার কেন্দ্রের প্রশ্নের মুখে রাজ্য। বরাদ্দ থাকলেও গ্রামীণ এলাকায় তা রূপায়ণের কাজ ঠিক মতো হচ্ছে না। আলিপুরদুয়ার বাদে সব জেলাই এই কর্মসূচি রূপায়ণে পিছিয়ে পড়ছে। যার লক্ষ্য ,জল বাহিত রোগ প্রতিরোধের পাশাপাশি আর্থ- সামাজিক বিকাশ। বিশ্বের বৃহত্তম এই কর্মসূচি।১৯ নভেম্বর বিশ্ব শৌচালয় দিবস। ওই দিনেই চিহ্নিত সুবিধাভোগীদের হাতে প্রকল্পের ছাড়পত্র দিতে হবে। ২০ নভেম্বরের মধ্যে বিষয়টি চূড়ান্ত করে ফেলতে হবে। সম্প্রতি এই নির্দেশ রাজ্যের মুখ্যসচিব দিয়েছেন বলেই নবান্ন সূত্রে খবর। নবান্ন সূত্রে জানা গেছে শুধুমাত্র এ রাজ্যকে এই চিঠি নয়, প্রতিটি রাজ্যকেই কেন্দ্রের তরফে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাস বদল করে দেবে। নারীর সম্ভ্রম ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত করবে। এ জন্য শুধু উন্মুক্ত স্থানে মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ করাই নয়, সলিড লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বা তরল বর্জ্য নিস্কাশন ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা করেছে।

নবান্ন সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব জীতেন্দ্র শ্রীবাস্তব সম্প্রতি রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সচিবকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে তারা নিশ্চিত হয়েছে শৌচালয় তৈরির লক্ষ্যমাত্র এবং প্রকৃত রূপায়ণের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে প্রথম সাড়ে ছয় মাস কাটতে চলেছে এখনও পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার এক তৃতীয়াংশ শৌচালয় তৈরি করা যায়নি। লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৮১৬। তৈরি হয়েছে ১ লক্ষ ১২ হাজার ১৭৯। তাই কেন্দ্রীয় যুগ্ম সচিবের পরমার্শ রাজ্য দ্রুত অভিযানে নামুক। যাতে দ্রুত এই খামতি কমিয়ে ফেলা যায়। কতটা কমল তা নিয়ে চলতি মাসের শেষ থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার নজরদারি শুরু করবে বলে জানিয়ে দিয়েছে।নবান্ন সূত্রে খবর, এই চিঠি পাওয়ার পরই রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী জেলাশাসকদের সতর্ক কর দিলেন। জেলাশাসকদের তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, প্রতিটি বাড়িতে শৌচালয় কর্মসূচি নিয়ে যেন সরকারিভাবে উপযুক্ত প্রচার চালানো হয়। প্রতিটি গ্রামসভা ডেকে এই ধরনের সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করতে। শিবির করে সরাসরি সুবিধাভোগীদের প্রকল্প খরচ সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অর্থাত ডিবিটি করে তুলে দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে যেসব বাড়িতে এখনও শৌচলয় নেই তাদেরও এই কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে।

কালীপুজোর প্রস্তুতি:-পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরে বিখ্যাত লোছি পদ্মা কালী মায়ের পূজোর প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। ক্যামেরায় অরবিন্দ অধিকারী

১-ম পাতার পর

দুয়ারে সরকারের বেলুন ফাটিয়ে দিয়েছেন ভাইপো'; শুভেন্দু

করেই তীব্র কটাক্ষ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শুভেন্দু বলেছেন, 'ভাইপোর ডায়মন্ড হারবার মডেল, পিসির দুয়ারের সররকারের প্রতারণা ফাঁস করল। বার্ধক্য ভাতার জন্য মানুষকে দুয়ারে সরকারের লাইনে দাঁড় করানো হলেও তাঁরা কিছু পাননি। কারণ পিসি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে। দুয়ারে সরকারের বেলুন ফাটিয়ে দিয়েছেন ভাইপো। পিসির ঘোষিত প্রকল্পে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজে বার্ধক্য ভাতা পাইয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। ইতিমধ্যেই কয়লা, গরু, রেশন, নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত জোরদার করেছে। দুর্নীতির বিপুল টাকা থেকে অন্তত কিছুটা ৭০ হাজার মানুষের মধ্যে দিতে পারলে ভোটব্যাঙ্কে প্রভাবিত হবে। যদিও ৭০ হাজার মানুষকে দিতে হবে মাত্র সাড়ে ৩ কোটি টাকা, যা কার্যত কিছুই না', সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর।প্রসঙ্গত, ২০২৪-এর মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে, প্রায় ৫৩ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট অধ্যুষিত ডায়মন্ড হারবারে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার ইচ্ছাপ্রকাশ করে, রাজনৈতিক আলোড়ন ফেলে দিয়েছেন ওঝঋ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকি। আর এহেনও আবহে, ফলতার সভা থেকে গতকাল, ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। নাম না করে নিশানা করেছেন ভাঙড়ের বিধায়ককেও। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বঞ্চনার অভিযোগকে হাতিয়ার করে বিঁধেছেন মোদি সরকারকে।

১-ম পাতার পর

টেন্ডারে বেনিয়ম নিয়ে খোঁজ শুরু ইডি'র

মুখোপাধ্যায় মনে করেন এ ক্ষেত্রে সেই নিয়ম মানা হয়নি। তদন্তকারীদের প্রশ্ন, বন দফতর সে কাজে সিলমোহর দিল কার অনুমতিক্রমে? তবে, ওই নির্মাণ সংস্থাগুলির পক্ষে দাবি করা হয়েছে, যাবতীয় আইন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও ভূমিরাজস্ব দফতরের ছাড়পত্র নিয়েই তারা কাজে হাত দিয়েছে।ইডি সূত্রের খবর, গত কয়েক দিনে বন-বেনিয়মের বেশ কিছু তথ্যও তাদের হাতে এসেছে। বন দফতরের 'জু ডিরেক্টরেট' বা চিড়িয়াখানা সংক্রান্ত শাখার বেশ কিছু টেন্ডার ডাকা এবং তা বণ্টন পদ্ধতি নিয়ে ইতিমধ্যেই কপালে ভাঁজ ফেলেছে কেন্দ্রীয় সংস্থার।ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, গত দু'বছরে, ওই শাখার বেশ কয়েকটি প্রকল্প উন্নয়ন রিপোর্ট বা ডিপিআর (ডিটেলস প্রজেক্ট রিপোর্ট) নিয়ে তথ্য জোগাড় করা শুরু করেছে তারা। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, ডিপিআর তৈরির ক্ষেত্রে অনেক সময়েই সাহায্য নেওয়া হয় বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা বা ফার্ম-এর। গাছ কাটা, বৃক্ষ রোপণ, বন বিভাগের বিবিধ নির্মাণ কাজ বন দফতরের এমনই নানান উন্নয়নমূলক কাজের ডিপিআর তৈরির পরে তা সরকারি সিলমোহর পেয়ে থাকে। তার পর সেই কাজের ব্যাপারে টেন্ডার ডাকা হয়ে থাকে। এটাই প্রচলিত নিয়ম।কেন্দ্রীয় সংস্থার সন্দেহ, কয়েকটি ক্ষেত্রে ডিপিআর প্রস্তুতকারী সংস্থাই বেনামে টেন্ডারে অংশ নিয়েছে। সে ক্ষেত্রে স্বজনপোষণের একটা সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা। তা হলে কি এ ক্ষেত্রেও মন্ত্রী-যোগ খুঁজছে ইডি? আকারে ইঙ্গিতে তেমনই সন্দেহ পোষণ করেছেন তদন্তকারীরা। কলকাতার উপকণ্ঠে একটি হরিণালয়ের পুনর্নবীকরণ কিংবা সুন্দরবন এলাকার একটি রেসকিউ সেন্টারের কিছু নির্মাণ কাজের পদ্ধতি নিয়ে ইতিমধ্যেই খোঁজখবর শুরু হয়েছে বলে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে।

বাংলা-বিহার-উরিষ্যা শক্তির

আরাধনা হয় শ্যামা পূজার দিনেও

মৃত্যুঞ্জয় সরদার: নিউজ সারাদিন : আজকের দিনে শুরু হবে শক্তির আরাধনা বাংলা-বিহার-উরিষ্যা তথা বাংলাদেশ ও শক্তির আরাধনা করি আমরা সবাই।অনেকেই ঈশ্বর বিশ্বাস করেন, অনেকে করে না। আস্তিক এবং নাস্তিক দুটো ভাগ আছে তবে আমি আস্তিক এবং নাস্তিক সে প্রসঙ্গে আসব না, আমি আসবো মায়ের শক্তি কতটা পৃথিবীতে প্রতিফলিত হয়।মা শব্দটির সঙ্গে আমরা জন্মের পর হইতে পরিচিত। মায়ের মহিমা তে আজ এই পৃথিবীতে আমরা সত্যিই বড় হয়েছে, তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একজন কর্তাএবং আরেকজন করতি রয়েছেন যে শক্তিকে আমরা নারী এবং পুরুষ হিসেবে আজও পর্যন্ত পূজা করি।আগের লেখাতে ও আমি লিখেছিলাম এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে শিব। এই শিবকে স্বয়ং দূর্গাই একমাত্র নিজের বশে রাখতে পেরেছিল। আদি অনাদিকাল হইতে শিবকে আমরা মানি এবং শিবের ইতিহাস কিন্তু বহু প্রাচীনকাল থেকে বিরাজমান।আমরা সর্বদাই অনুভব করি ভয়-ভীতি অন্তর থেকে, ভয় পাওয়ার মধ্যেই থেকেই জন্ম নেয় ঈশ্বরের ঈশ্বরের প্রতি অনুভূতি বা চিন্তা।তখনই আমরা কাল্পনিক শক্তি বলে আর প্রাকৃতিক শক্তি বলি সেই শক্তিকে সাধনা করতে থাকে ,এবং সেই সাধনার সিদ্ধিলাভ করে বহু মানুষ ফল পেয়েছে এই যুগেও। মা তারা বা কালী সাধনা করে তাৎক্ষণিক রেজাল্ট কিছু না কিছু পেয়েছে সেইসব ব্যাক্তি জনেরা।আমি নিজে সে বিষয়ে বহু ক্ষেত্রে উপলব্ধি করেছি, ঈশ্বর পৃথিবী আছে তিনি অনেক ক্ষেত্রে সে বিচার করে দিয়েছেন। সারাবিশ্বে মায়ের মহিমা বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। আর সেই মাকে আমরা আর কয়েক ঘন্টা পরেই পূজা করবো আরদ্ধা মা হিসাবে। শক্তি আরাধনা মূল উৎস আলো থেকে অন্ধকারে ফিরে আসা। সেই জন্য কালী পূজা মানেই আলোর উৎসব। দেবী কালীকে মা শ্যামা নামেও ডাকা হয়। বাঙ্গালী অবাঙ্গালি সকল হিন্দুরাই এই উৎসব পালন করেন। বাংলায় গৃহে বা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে কালীপ্রতিমার নিত্যপূজা হয়ে থাকে। প্রতেক বছর কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে অনুষ্ঠিত কালীপূজা বিশেষ জনপ্রিয়। এই কার্ত্তিক মাসের কালী পুজাকে দীপান্বিতা কালীপূজা ও বলা হয়। এই দিন আলোকসজ্জা ও আতসবাজির উৎসবের মধ্য দিয়ে সারা রাত্রিব্যাপী কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, দীপান্বিতা কালীপূজার দিনটিতে ভারতের অন্যান্য জায়গায় দীপাবলি উৎসব পালিত হয়। এছাড়া মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে রটন্তী এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে ফলহারিণী কালীপূজাও যথেষ্ট জনপ্রিয়। তাই সারা বিশ্ব তথা বাংলার বাঙালিরা একটা দিন অপেক্ষা করছে ,একটা দিন পরে তাদের মনের আশা কামনা বাসনা সবকিছু মায়ের কাছে প্রার্থনা করবেন।তবে জাগ্রত শক্তিকে পেতে গেলে প্রাচীন কালের কিছু ঐতিহাসিক নিয়ম কারণ মেনে আজও পূজিত হয় কালিমা বা শ্যামা মা। সেই নিবৃত্তি করণ নিচেতে কয়েকটা কলমে তুলে ধরছি।

শ্যামা পূজা ফর্দ

সিন্দুর, গুরু, পূজক ও তন্ত্রধারকের বরণ ৩, বরণাঙ্গুরীয়ক ৩, বরণডালা, (যাহাদের অধিবাস করা কুলাচার আছে তাঁহাদের), যজ্ঞোপবীত ৬, তিল, হরিতকী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, ঘট, একসরা আতপচাউল, কুণ্ডহাঁড়ি ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ৬, সশীষ ডাব ১, তীর ৪, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, শ্যামাপূজার শাটী ১, মহাকালের ধুতি ১, বিষ্ণুপূজার ধুতি ১, আসনাঙ্গুরীয়ক ৩, মধুপর্কের বাটী ৩, দধি, মধু, চিনি, পুষ্প, দুব্বা, তুলসী, বিল্বপত্রমাল্য ৩, থালা ১, ঘট ১, লাহো ১, নথ ১, শঙ্খ ২, সিন্দুরচুবড়ি ১, বালি, কাষ্ঠ , খাড়েকে ১, গব্যঘৃত আধ সের, হামের বিল্বপত্র ১০৮ বা ২৮, ভাগের দ্রব্যাদি, কপূর, পান, পানের মশলা, ছাগবলি, আরতি, দক্ষিণা।

মা কালী পুজা

এই সময়ের মধ্যে জাগ্রত দেবীকে তন্ত্র মন্ত্র ও নিজের মতো করে অনেকেই সাধনা করবে এই দিন।কেনবা এত জাগ্রত দেবী আমি বলছি,সেই ইতিহাস আজ আমি আমার কলমে তুলে ধরছি। কালী বা কালিকা হলেন একজন হিন্দু দেবী। তাঁর অন্য নাম শ্যামা বা আদ্যাশক্তি। প্রধানত শাক্ত ধর্মাবলম্বীরা কালীর পূজা করেন। তন্ত্রশাস্ত্রের মতে, তিনি দশমহাবিদ্যা নামে পরিচিত তন্ত্রমতে পূজিত প্রধান দশ জন দেবীর মধ্যে প্রথম দেবী। শাক্তরা কালীকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদিকারণ মনে করে। বাঙালি হিন্দু সমাজে দেবী কালীর মাতৃরূপের পূজা বিশেষ জনপ্রিয়। প্রধানত বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে এই উৎসব উপলক্ষ্যে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষিত হয়। বাংলায় গৃহে বা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কালীপ্রতিমার নিত্যপূজা হয়ে থাকে। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে অনুষ্ঠিত সাংবাৎসরিক দীপান্বিতা কালীপূজা বিশেষ জনপ্রিয়। এই দিন আলোকসজ্জা ও আতসবাজির উৎসবের মধ্য দিয়ে সারা রাত্রিব্যাপী কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, দীপান্বিতা কালীপূজার দিনটিতে ভারতের অন্যান্য জায়গায় দীপাবলি উৎসব পালিত হয়। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই দিন লক্ষ্মীপূজা অনুষ্ঠিত হলেও বাঙালি, অসমিয়া ও ওড়িয়ারা এই দিন কালীপূজা করে থাকেন। মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে রটন্তী এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে ফলহারিণী কালীপূজাও যথেষ্ট জনপ্রিয়। এছাড়াও শনি ও মঙ্গলবারে, অন্যান্য অমাবস্যায় বা বিশেষ কোনো কামনাপূরণের উদ্দেশ্যেও কালীর পূজা করা হয়। সে কারণেই প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, হিন্দুধর্মে যে কোনও দেব বা দেবীমূর্তিই আদপে প্রতীকী। হিন্দু শাস্ত্রে ব্রহ্মকেই একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি নিরুপাধি, নির্গুণ। মায়াকে আশ্রয় করে তিনি সগুণ রূপ লাভ করেন। এই সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর, স্রষ্টা। পুরুষ ও প্রকৃতির লীলার মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, অতঃপর স্থিতি ও বিলয় ঘটে থাকে। শক্তি হলেন প্রকৃতি স্বরূপিনী। তিনি জগন্মাতৃকা। আদ্যাশক্তি নিরাকারা এবং মানুষের কল্পনার অতীত। কিন্তু ভক্তের সুবিধার্থেই তাঁকে মানুষের ইন্দ্রিয়বোধ্য রূপে কল্পনা করা হয়ে থাকে। দেবী কালীর প্রচলিত ও সাধারণ্যে পূজিত মূর্তিটিও তাঁর তেমনই একটি কল্পিত রূপমূর্তি। কিন্তু এই রূপকল্পনার বিশেষ শাস্ত্রীয় তাৎপর্য রয়েছে। তাঁর মূর্তির প্রতিটি অংশই গভীর প্রতীকী অর্থ সম্পন্ন। কীরকম সেই অর্থ? সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক-দেবী কালিকার নাম ও রূপ একটা অদ্ভুত ভয় মেশানো ভক্তির ভাব আনে আমাদের অন্তরে। দেবীর কথা ভাবলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে টানটান হয়ে শুয়ে থাকা মহাদেবের বুকের ওপরে দাঁড়ানো বিবসনা এলোকেশী ও মুণ্ডমালিনী কালো বা শ্যামবর্ণের নারীমূর্তি। দেবীর চার হাত। এক হাতে খড়্গ, এক হাতে রক্তঝরা মানুষের মাথা, অন্য দু'হাতের একটি অভয় দান ও অপরটি বরদানের। দেবীর কোমরের চারপাশে কাটা হাতের মালা। দেবীদেহ নানান অলংকারে সুসজ্জিত। হাসি মাখা মুখমণ্ডল।অন্যদিকে

কালিকার এই মূর্তি যেমন একদিকে ধ্বংস ও অশুভনাশের প্রতীক, তেমনই অন্যদিকে সৃষ্টি ও সৌভাগ্যের দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাঁকে। শবের মতো শায়িত শিব যেন জাগতিক সমস্ত কিছুর ক্ষয় বা পরিসমাপ্তির ইঙ্গিতবহ। মনে করিয়ে দিচ্ছেন তাঁর রুদ্র রূপের কথা। একইভাবে তিনি মঙ্গলময় শিবরূপে বিরাজমান, এই বিপরীত রূপ ও ভাবের সমন্বয়ের এক বিস্ময়কর অপূর্ব প্রকাশ দেবী কালিকার মূর্তি। সেই জন্য শক্তির দেবী হিসাবেই কালী পূজিত হন। সনাতন ধর্ম-মতে এর উল্লেখ মেলে। কালী নাম মাহাত্ম্যে কালকে যদি আলাদা করে নেওয়া হয় তাহলে কালের একাধিক অর্থ বের হয়। কাল মানে সময়, আবার কাল তথা কৃষ্ণবর্ণ। কাল-এর অর্থে লুকিয়ে আছে সংহার বা মৃত্যু ভাবনাতেও। কালীকে কাল অর্থাৎ সময়ের জন্মদাত্রী বলা যেতে পারে, আবার পালনকর্ত্রী এবং প্রলয়কারিণী নিয়ন্ত্রক বলা হয়। এবং সেই কারণেই দেবীর নাম কাল যুক্ত ঈ-কালী। সনাতন ধর্মে ঈ-কারের সৃষ্টি ও শব্দোচ্চারণকে উল্লেখ করা হয়েছে ঈশ্বরী বা সগুণ ও নিগুর্ণ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার জন্য। আবার শ্রীশ্রী চণ্ডীতে উল্লেখ মেলে যে, 'ইয়া দেবী সর্বভুতেষু চেতনেত্যাবিধীয়তে, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমোঃহ।' এই কারণে অনেকেই কালী-কে ক্রোধান্বিতা, রণরঙ্গিনী বা করালবদনা বলেও অভিহিত করে থাকেন।এদিকে এভাবেই বর্ণনা করা যায়,কালের স্ত্রীলিঙ্গ হল কালী। আর শিবকেও কাল নামে ডাকা হয়। কাল মানে অনন্ত সময়। এই সময়েরই স্ত্রীলিঙ্গ বোধক হচ্ছে কালী। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে যে কাল সর্বজীবকে গ্রাস করে, সেই কালকে আবার যিনি গ্রাস করেন-তাঁকেও কালী বলা হয়। জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, মহাপ্রলয়-এর পিছনে রয়েছে কালশক্তি। সবচেয়ে মজার কথা এই সবের জন্য যে মহাকাল পরিস্থিতির উদ্ভুত হয় তাই আবার সব সৃষ্টিকে গ্রাস করে। সনাতন ধর্মে উল্লেখ যে মহাকালেরও পরিণাম আছে।মহাপ্রলয়ের কালশক্তি মহাকালীর ভিতরেই নিঃশেষ লীন হয়ে যায়। স্বর্গ তোলপাড় করে লন্ডভণ্ড করে দিচ্ছে অসুরের দল। দেবতাদের তাড়িয়ে স্বর্গরাজ্যের দখলের চেষ্টাও করছে তারা। দেবতাদের মধ্যে ত্রাহি-ত্রাহি রব। অসুরদের প্রধান রক্তবীজ-এর ছিল ব্রহ্মার বর। যার জেরে রক্তবীজের শরীর থেকে এক ফোঁটা রক্ত ভূতলে পতিত হলেই তা থেকে জন্ম নিচ্ছিল একাধিক অসুর।এমন পরিস্থিতি থেকে স্বর্গ-কে রক্ষা করতে এবং দেবতার মানসম্মান রক্ষার্থে অবতীর্ণ হন দেবীদুর্গা। সব অসুর দেবীদুর্গার হাতে নিহত হলেও ব্রাহ্মার বরপ্রাপ্ত রক্তবীজ বারবার বেঁচে যায়। ক্রোধান্বিত দেবীদুর্গা তাঁর ভ্রু যুগলের মাঝ থেকে জন্ম দেন কালীকে। কালীর ভয়াবহ রুদ্রমূর্তি আর নগ্নিকা রূপে নিহত হতে থাকে একের পর এক অসুর।

রক্তবর্ণ লকলকে জিভ বের করে কালী গ্রাস করে নিতে থাকেন একের পর অসুর এবং তাদের রণবাহিনীকে। হাতি, ঘোরা সমতে অসুরের দলকে কালী গ্রাস করতে থাকেন। রক্তবীজকে অস্ত্রে বিদ্ধ করে তার শরীরের সমস্ত রক্ত পান করে নেন কালী। রক্তবীজের শরীর থেকে একফোঁটা রক্ত যাতে মাটিতে না পরে সেজন্য কালী তাকে শূন্যে তুলে নেন। রক্তবীজকে এক্কেবারে রক্তশূন্য করে দেহ ছুঁড়ে ফেলে দেন।

অসুরদের হারানোর পর প্রবল বিজয়নৃত্য শুরু করেন কালী। অসুরের ধরহীন মুণ্ড দিয়ে বানান কোমড়বন্ধ ও গলার মালা। কালীর উন্মাদ নাচে স্বর্গে তখন ত্রাহি-ত্রাহি রব। দেবতারা ফের ছুটলেন মহাদেবের কাছে। কারণ কালীর নৃত্যে সৃষ্টির লয় ধ্বংস হওয়ার পরিস্থিতি। ছুটলেন মহাদেব কালীর নাচ বন্ধ করতে। কিন্তু, মহাদেবের হাজারো কথাও শুনতে পেলেন না উন্মাদিনী কালী। অন্যদিকে দেবী ভাগবত অনুসারে দেবতারা দেবী দুর্গার শরণ নিলে দেবী তখন তাঁর দেহের সমস্ত কৃষ্ণকোষ একত্র করলেন। ক্রমে দেবীর পরিত্যক্ত কৃষ্ণ কোষসমষ্টি থেকে সৃষ্টি হল আর এক দেবীর। ইনিই কৃষ্ণকায়া দেবী কৌশিকী তথা কমলিকা। অসুরদ্বয়ের সঙ্গে যুদ্ধের সময় দেবী কৌশিকীর সেই ভয়ংকর রূপই দশমহাবিদ্যার প্রথম রূপ দেবী কালিকা।দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ পর্বে ক্রুদ্ধ দেবী তাঁর স্বামী ভগবান শঙ্করকে প্রত্যক্ষ করিয়েছিলেন দশটি বিশেষরূপে, যা দশমহাবিদ্যা নামে পরিচিত। তারই একটি হল কালী গুণ ও কররভেদে মায়া প্রপঞ্চে ভিন্ন শরীরা কিন্তু স্বরূপে তিনি নিরাকার ।মহাভারতে সৌপ্তিক পর্বে দেবী কালিকার রূপ বর্ণনায় বলা হয়েছে - তবেই

দ্রোণের মৃত্যুর পর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যখন রাত্রিতে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত বীরগণকে হত্যা করিতেছিলেন তখন সেই হন্যমান বীরগণ ভয়ংকরী কালীদেবীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই কালীদেবী রক্তাস্যনয়না, রক্ত মাল্যানুলেপনা পাশহন্তা এবং ভয়ংকারী। কালীর ভীষণ স্বরূপ সংহারের প্রতীক, কালরাত্রিরূপিণী, এই দেবী বিগ্রহবতী সংহার।'... 'কৃষ্ণবর্ণা শোণিতলোলুপা ভয়ংকরী চামুণ্ডা দেবীকে আমরা কালী বা কালিকাদেবীর সহিত পরবর্তীকালে অভিন্না দেখিতে পাই। কিন্তু মনে হয়, ইঁহারা মূলে দুই দেবী ছিলেন, আকার সাদৃশ্যে এবং সাধর্মে ইঁহারা পরবর্তীকালে এক হইয়া গিয়াছেন। এই কৃষ্ণবর্ণা ভয়ংকরী কালিকা ও চামুণ্ডা দেবী এক পরমেশ্বরী মহাদেবীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া এক হইয়া গিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে এই মিলনের পৌরাণিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই।' শুম্ভ-নিশুম্ভের অনুচর চণ্ড-মুণ্ড এবং তাদের সঙ্গে অন্য অসুরগণ দেবী কালিকার নিকটবর্তী হলে তখন এই কালীই-'বিচিত্রনরকঙ্কাল ধারিণী, নরমালাবিভূষণা, ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, শুষ্ক মাংস (মাংসহীন অস্থিচর্মময় দেহ), অতিভৈরবা, অতিবিস্তারবদনা, লোলজিহ্বা-হেতু ভীষণা, কোটরগত রক্তবর্ণচক্ষু বিশিষ্টা-তাঁহার নাদে দিঙ্মুখ আপুরিত।' তবে 'কালীর ধ্যানরূপ কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে গৃহীত হইয়াছে এবং কালীর এই রূপই এখন সাধারণভাবে বাংলাদেশের মাতৃপূজায় গৃহীত। দেবী করালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, দক্ষিণা, দিব্যা, মুণ্ডমালাবিভূষিতা। বামহস্ত-যুগলের অধোহস্তে সদ্যচ্ছিন্ন শির, আর ঊর্ধ্বহস্তে খড়্গ, দক্ষিণের অধোহস্তে অভয়, ঊর্ধ্বহস্তে বর। দেবী মহামেঘের বর্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণা (এজন্যই কালী-দেবী শ্যামা নামে খ্যাতা) এবং দিগম্বরী, তাঁহার কণ্ঠলগ্ন মুণ্ডমালা হইতে ক্ষরিত রুধিরের দ্বারা দেবীর দেহ চর্চিত, আর দুইটি শবশিশু তাঁহার কর্ণভূষণ। তিনি ঘোর দ্রংষ্টা, করালাসা, শবসমূহের করদ্বারা নির্মিত কাঞ্চী পরিহিতা হইয়া দেবী হসন্মুখী। ওষ্ঠের প্রান্তদ্বয় হইতে গলিত রক্তধারা দ্বারা দেবী বিস্ফুরিতাননা, তিনি ঘোরনাদিনী মহারৌদ্রী-শ্মশানগৃহবাসিনী। বালসূর্যমণ্ডলের ন্যায় দেবীর ত্রিনেত্র, তিনি উন্নতদন্ত, তাঁহার কেশদাম দক্ষিণব্যাপী ও আলুলায়িত। তিনি শবরূপ মহাদেবের হৃদয়োপরি সংস্থিতা, তিনি চতুর্দিকে ঘোররবকারী শিবাকুলের দ্বারা সমন্বিতা। তিনি মহাকালের সহিত 'বিপরীতাতুরা, সুখপ্রসন্ন বদনা এবং স্মেরাননসরোরুহা'।এদিকে শক্তি রূপ ভারতে ও মধ্য এশিয়ায়' গ্রন্থে দেবী কালিকা প্রসঙ্গে ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন - 'কাল' কথাটির এক অর্থ 'সময়' সেই অর্থে কালী সময়ের দেবী।মহাকাল বা শিব তাঁর স্বামী। সময়ে সবকিছুর ধ্বংস হয়, আবার সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হয়। এই মহাজ্ঞানের অধিকারিণী কালের শক্তি সনাতনী কালী। তাই একাদশ শতাব্দীর কালিকা পুরাণে মহামায়া কালীকে 'বিদ্যা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।তন্ত্রে কালী দশমহাবিদ্যার তালিকায় প্রথম। বিভিন্ন তান্ত্রিক রচনা থেকে জানা যায় যে, তান্ত্রিক মতে তাঁর সাধনা করলে সব কামনা পূর্ণ হয় ও সমৃদ্ধি লাভ করা যায়। শত্রুদের দমন করা যায়, মুক্তিলাভ করা যায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণে বলা হয়েছে যে তিনি 'কেবলা' (অর্থাৎ কেবল বা সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারিণী) ও 'শিবা' (বা পরম মুক্তি)।কালীকে বিভিন্ন উদ্দেশে, স্থানে ও রূপ কল্পনায় পূজা করা হয়েছে। কাজেই তাঁর নামের সঙ্গে বিভিন্ন অর্থময় শব্দের ব্যবহার (যেমন শ্মশানকালী, গুহ্যকালী, দক্ষিণাকালী, শ্যামা, ভদ্রকালী, রক্ষাকালী, ডাম্বরকালী, জীবকালী, ইন্দিবর কালিকা, ধনদা কালিকা, রমণী কালিকা, ঈশান কালিকা, সপ্তার্ণ কালী ইত্যাদি) হয়েছে।কার্তিকের অমাবস্যার রাত্রিতে যে কালীর পূজা আমরা করি তাঁর পূজার উৎসব উপলক্ষে আরও কিছু পূজা ও আচার পালন করা যায়। এগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট প্রথা হচেছ দীপমালা দিয়ে পূজামণ্ডপ, গৃহাদি দর্শনীয় বিষয়গুলি সজ্জিত করা ত্রয়োদশ শতাব্দীর বৃহদ্ধর্মপুরাণে এই অমাবস্যাকে তাই দীপান্বিতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে।কার্তিক অমাবস্যার রাত্রিতে দীপ জ্বালানো এক অতি প্রাচীন রীতি। জৈন কল্পসূত্র অনুযায়ী এই রাত্রিতে মহাবীরের মহাপ্রয়াণ হয়েছিল, জৈন মতে তিনি পরমমুক্তি লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন দেবতা সেই রাত্রিতে দীপ জ্বালিয়েছিলেন।'...দীপান্বিতা কালী শিবের উপর দাঁড়িয়ে বিশ্বকে বরাভয় দিচ্ছেন। এখানে শিব শব, যা জীবনের সমাপ্তির বা ক্ষয়ের প্রতীক, আবার শিব নিজে মঙ্গলময়, 'তার মধ্যে সবাই শায়িত।' কালের শক্তির ধ্বংসলীলার মধ্যে আছে সৃষ্টি বীজ। তিনি অশুভনাশিনী ও মঙ্গলময়ী। কালের বাঁ সময়ের মধ্যে ধ্বংস ও সৃষ্টির যে খেলা চলছে তা তিনি পরিমাপ করতে পারেন, তাই কালের দেবী কালী কালোত্তীর্ণ , সনাতনী।

বিভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্রে দেবী কালিকার গুণ ও কর্মভেদে দেবীর বিভিন্ন রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণে বর্ণিত দেবীমূর্তিই পুজো করা হয় কার্তিক মাসের অমাবস্যা রাতে। সেখানে দেবীর কথা বলা হয়েছে এইভাবে -

দেবী কালিকা শ্যামবর্ণা, স্বাস্থ্যবতী, মুক্তকেশী, দিগম্বরী, পীনপয়োধরা, শবরূপী মহাদেবের বুকের ওপর দাঁড়ানো, শুভ্র দাঁতের মাঝে লোলজিহ্বা, দুই বাম হাতের একটিতে খড়্গ অপরটিতে অসুরমুণ্ড, দুই ডানহাত বরদান ও অভয় মুদ্রায়। বিবসনা দেবীর সর্বাঙ্গ নানা অলংকারে সুসজ্জিত। 'মহাভারতে সৌপ্তিক পর্বে দেবী কালিকার রূপ বর্ণনায় আছে- 'তিনি বিবসনা, কৃষ্ণবর্ণা, লোলনয়না, লোলজিহ্বা ও ভয়ংকারী। তিনি অশুভশক্তি সংহারের প্রতীক হয়েও তিনি বরাভয় ও অপত্যস্নেহের আবরণে শুচিস্নিগ্ধ।।' মধু ও কৈটভ অসুরদ্বয়কে বিনাশের জন্য প্রেরিত ভগবান বিষ্ণুর যোগনিদ্রাজাত দেবী কালিকা ত্রিনয়নী, সর্বালংকারে ভূষিতা, সর্ব অস্ত্রে আবৃতা। মোহরূপ বর্ত ও মমতারূপ আবর্ত থেকে মুক্তির জন্য এই মহাকালীর আবির্ভাব হয় মাঘমাসে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে। ইনিই রটন্তীকালী নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। তবে মায়ের মহিমা বহু প্রচলিত পৌরাণিক কিন্তু অনেকেই সে কথা আমরা মান্যতা দিই না।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ৩০৭ সংখ্যা ১২ নভেম্বর, ২০২৩ রবিবার ২৫ কার্ত্তিক, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

অচেনা' বাকিবুরের থেকে ৯ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিলেন জ্যোতিপ্রিয়

রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে তদন্তের ঝাঁঝ আরও বাড়াচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বাকিবুর, জ্যোতিপ্রিয়র আরও সম্পত্তির খোঁজ পেতে জোরকদমে চলছে তদন্ত। ইডি সূত্রে খবর, বাকিবুর রহমানের কাছ থেকে ৯ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। জেরায় ঋণ নেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন জ্যোতিপ্রিয়।আগামী সোমবার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ইডি হেফাজতের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তার আগেই এই ৯ কোটির রহস্য উদঘাটন করার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। যদিও এখন জ্যোতিপ্রিয় ইডি জেরায় আরও নতুন কোনও তথ্য দেন কি না সেটাই এখন দেখার।এদিকে রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে বাকিবুরকে গ্রেফতারের পর জ্যোতিপ্রিয় সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি বাকিবুরকে চেনেনই না। কিন্তু, এখন একেবারে ঋণের কথা সামনে আসায় তা নিয়ে শুরু হয়েছে চাপানউতোর।

ঋণ নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা নিজের নামে নেননি মন্ত্রী। নিজেই এই দাবি করেছেন। ইডি সূত্রে খবর এমনই। ঋণ নেওয়া হয়েছিল তাঁর কন্যা ও স্ত্রীর নামে। গোটা প্রক্রিয়া চলে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে। কিন্তু, কেন তিনি কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে লোন না নিয়ে এক চালকল মালিকের থেকে লোন নিতে গেলেন সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সূত্রের খবর, এই প্রশ্ন ইতিমধ্যেই জেয়াতিপ্রিয়কে করেছেন ইডির তদন্তকারীরা। তিনি যেটাকে লোন হিসাবে দেখাচ্ছেন তাহলে এটাই কী দুর্নীতির টাকা? দুর্নীতির যে টাকা বাকিবুর প্রভাবশালীদের দিয়েছেন বলে শোনা গিয়েছে সেই টাকাই কি এই টাকা? ঘুরছে একগুচ্ছ প্রশ্ন।

টানা ৫৩ ঘণ্টা আয়কর তল্লাশির পর হুঙ্কার তন্ময় ঘোষের

বাঁকুড়া: নিউজ সারাদিন : টানা ৫৩ ঘণ্টা ম্যারাথন তল্লাশি। আয়কর বিভাগের আধিকারিকরা কলকাতা রওনার পরই বিজয়া সম্মিলনীর কর্মসূচিতে যোগ বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষের। মঞ্চে উঠে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার অভিযোগ সুর চড়ালেন তিনি। তাঁকে স্রেফ হেনস্তা করা হয়েছে বলেই দাবি তৃণমূল বিধায়কের।চূড়ামণিপুরের চালকলে মাঝে কয়েকবার খাবারের প্যাকেট নিয়ে ঢুকতে দেখা যায় আয়কর আধিকারিকদের। ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া ঘেরাটোপ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ফের তিনি কলেজ রোডের বাড়ি থেকে চূড়ামণিপুর চালকলে ফিরে আসেন। শুক্রবার সকালেও তল্লাশি চলতে থাকে। টানা তল্লাশিতে বিস্মিত স্থানীয় বাসিন্দারাও। টানটান উত্তেজনার প্রহর গুনতে থাকেন মন্দির নগরীর মানুষজন। শেষমেশ শুক্রবার সন্ধ্যায় আয়কর দপ্তরের আধিকারিকদের গাড়ির পিছু পিছু বিধায়ক চালকল থেকে বেরিয়ে যান। সরাসরি বিষ্ণুপুর শহরে তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী কর্মসূচির মঞ্চে পৌঁছন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ান।ম্যারাথন আয়কর তল্লাশির পর বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে তন্ময় ঘোষের হুঙ্কার, 'আয়কর দপ্তরের হানা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বিভিন্নভাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দিয়ে হেনস্তা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আয়কর দপ্তর দিয়ে গত দুদিন ধরে আমাকে হেনস্তা করা হল। তবে অন ক্যামেরা আমি বলছি, আমার কাজ, ব্যবসা, আমার রাজনৈতিক জীবনে আমি কোনও দুর্নীতি করিনি। কোনও দুর্নীতির সঙ্গে আজ অবধি জড়াইনি। যতদিন আমি রাজনীতিতে থাকব, মানুষ হিসাবে থাকব। মাথা উঁচু করে থাকব।' তিনি আরও বলেন, 'আমার বাবা ১৯৬৭ সাল থেকে ব্যবসা করছেন। আমি সেই বাড়ির ছেলে। আমার যা কিছু তা বাবার করা। আজ বিধায়ক হয়েছি বলে রমরমা নয়। তাই এভাবে যত হেনস্তা করবেন, তৃণমূল কর্মীদের জেদ তত বাড়বে।'

উল্লেখ্য, গত বুধবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ আয়কর দপ্তরের দুটি দল হানা দেয় বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষের বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংস্থা-সহ পৈতৃক চালকলে। সেই সময় তন্ময়বাবু কলকাতায় ছিলেন। বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে সারারাত গড়িয়ে চলে তল্লাশি। তার মাঝে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ কলকাতা থেকে সরাসরি তাঁর পৈতৃক চালকলে পৌঁছন বিধায়ক। সূত্রের খবর, তার পর থেকে লাগাতার জেরা শুরু হয় তন্ময়বাবুর আত্মীয়স্বজন আর হিসাবরক্ষকদের। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ চালকল থেকে বেরিয়ে মাত্র একবার বাড়িতে যান তন্ময়বাবু।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আমি এমন একটা পবিত্রস্থানে এসেছি, যেখানে রেণু পরমাণুর সহিত মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজড়িত । স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্য আরেক রূপ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তার মৃত্যু নিয়ে বহু বিতর্কিত রয়েছে তিনি খুন হয়েছিলে। না আত্মহত্যা, না স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে বহু বিতর্কিত আজও। তবে আমরা মেনে নিয়েছে শ্রীচৈতন্যের তথা নিমাইয়ের;১৫৩৩;সালের ১৪ জুন মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে আষাঢ় মাসে পুরীধামে মৃত্যু হয়। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

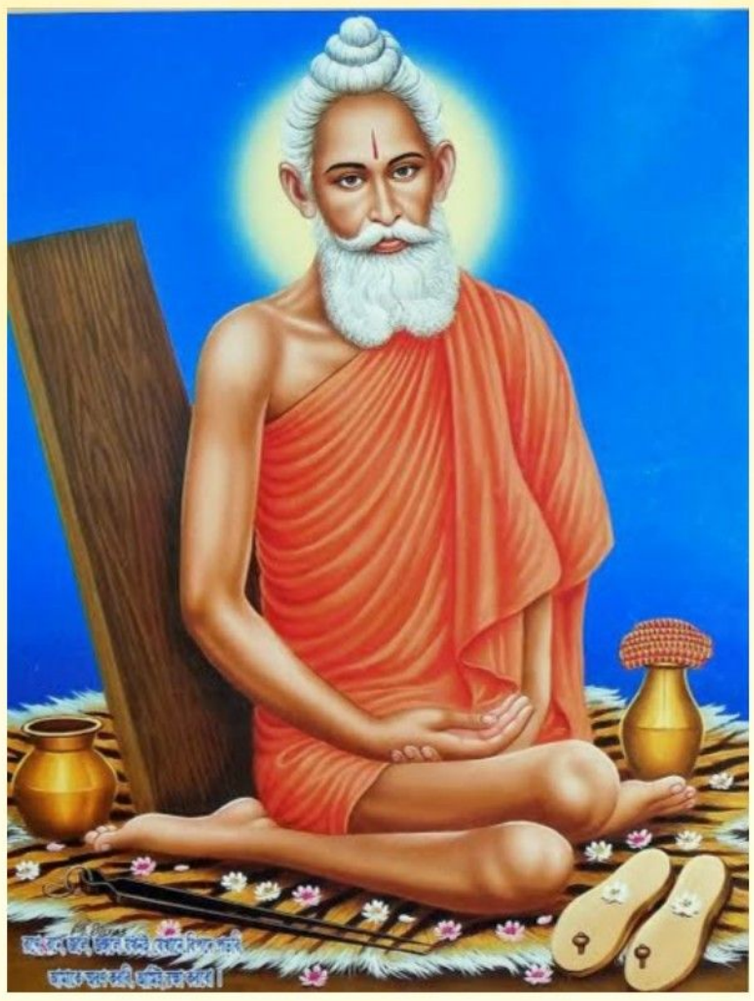

লোকমুখে বাবা লোকনাথের প্রশংসা শুনে; এক বাটি দুধ নিয়ে বাবাকে দেখার জন্য চলে আসেন। বাবা লোকনাথ তাঁকে মা বলে ডাকে কাছে টেনে নেন। লোকনাথ বাবা তাঁকে "মা" ডাকতেন বলে; পরবর্তীতে তিনি 'গোয়ালিনী মা' নামে পরিচিতি লাভ করেন। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি লোকনাথ বাবার আশ্রমেই কাটান।ব্রহ্মানন্দ ভারতী ঢাকার বিক্রমপুরের পশ্চিমপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক নাম - তারাকান্ত গাঙ্গুলী। আইন পেশায় ও শিক্ষকতায় জড়িত ছিলেন। লোকমুখে বাবা লোকনাথের কথা শুনে; কৌতুহলবশতঃ দেখতে আসেন। পরে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দান করে; বাবার আশ্রমে চলে আসেন। বাবা নতুন নামকরণ করেন- ব্রহ্মানন্দ ভারতী। তাঁর হাতেই প্রথম রচিত হয়- লোকনাথের জীবন কাহিনী ও দর্শন। পরবর্তীতে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যের লিখিত "সদগুরু সঙ্গ" প্রামান্য সাধনগ্রন্থ রূপে সমাদৃত হয়। বাবা লোকনাথের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন মথুরা মোহন চক্রবর্তী। "শক্তি ঔষধালয়" -এর প্রতিষ্টাতা। প্রথম জীবনে ঢাকার রোয়াইল গ্রামে; হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করতে করতে আয়ুর্বেদ ঔষধের ব্যবসা শুরু করেন। ঢাকার দয়াগঞ্জে স্বামীবাগ-এ " শক্তি ঔষধালয়ের" ভিতরে; প্রথম লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মন্দির নির্মাণ করেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতীর মতন আরেক ঢাকার জজকোর্টের উকিল হরিহরণ চক্রবর্তীও; বাবার দর্শন করতে এসে বারদী থেকে যান। হরিহরণের গুরুভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে; বাবা লোকনাথ নিজের ব্যবহৃত পাদুকা দান করেন। তিনি কাশীতে বাবা লোকনাথের নামে মন্দির প্রতিষ্টা করেন।সোনারগাঁর গোবিন্দপুর নিবাসী অখিলচন্দ্র সেন; উচ্ছৃখল জীবনযাপনে অভ্যস্ত এক জমিদার পুত্র। দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ কেন নিঃস্ব এক শ্মশানে থাকা মানুষের কাছে আসেন; তা জানার জন্য তিনি দেখতে আসেন। দূর থেকে দাড়িয়ে প্রায় মাঝে মাঝে এসে দেখে যান। একদিন বাবার কাছাকাছি এসে নিজের অশান্তির কথা জানান। নিজের কারনে যেসব মানুষকে কষ্ট দিয়েছে; তাদের সে কষ্টের মোচন করার উপদেশ দেন লোকনাথ বাবা। অখিলচন্দ্র বাড়ি ফিরে গিয়ে; সব সম্পত্তি গ্রামের দুঃখী মানুষের নামে দান করে দেন; এবং নিঃস্ব এক কাপড়ে বাবা লোকনাথের আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। বাবার আশীর্বাদে ও সাধনায় তিনি; "সুরথনাথ ব্রহ্মচারী" নামে খ্যাতি লাভ করেন।

বারদী নিবাসী কবিরাজ রামরতন চক্রবর্তীর ছেলে জানকীনাথ। যৌবনে দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন।পিতা সন্তানকে আর বাঁচানোর আশা না দেখে; বাবা লোকনাথের আশ্রমে ছেলেকে দান করে যান। বাবা জানকীনাথকে বারদী আশ্রমের দেখাশুনার দায়িত্বঢ় প্রদান করেন। গুরুকৃপায় জানকীনাথ ব্রহ্মচারী এক উচ্চ সাধক হিসাবে প্রতিষ্টিত হন। বাবার নয়নের মনি ছিলেন তিনি, অসম্ভব স্নেহ করতেন জানকীনাথকে। বাবা লোকনাথের সমাধির পাশেই সমাধিস্থ হন জানকীনাথ ব্রহ্মচারী।এই ধরণের অভিজ্ঞতার কথা প্রায়ই শোনা যায়- " আমি যখন আমার সৃষ্টিকর্তার কথা চিন্তা করি, যখন তার কাছে প্রার্থনা করি তখন আমার মনে এক অন্যরকম শান্তি অনুভূত হয়। এই মানসিক শান্তি আমি অন্য কোনোভাবেই অনুভব করি না। এর পরও কি তুমি বলবে ঈশ্বর নেই?" এই ধরণের আধ্যাত্মিক বা মরমী অভিজ্ঞতাকে অবশ্য কোনো ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না। এই অনুভূতি পরিমাপ করার মত কোনো পদ্ধতিও মনে হয় আবিষ্কৃত হয় নি। কাজেই এই ধরণের অনুভূতির অভিজ্ঞতা কাউকে অন্য কোনোভাবে প্রদান করা সম্ভব কিনা তাও বলা যায় না। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করা যায় নিউরোসাইকোলজির মাধ্যমে। এই রকম চিন্তা মাথায় আসে মস্তিস্কের কজাল অপারেটরের (causal operator) মাধ্যমে। এই কজাল অপারেটর যখন বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করতে যায় তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই মানুষের মন পরিবেশকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার কল্পনাশক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন অবাস্তব ধারণাকে নিয়ে আসে। এগুলো ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আসতে পারে, (যেমন স্বপ্ন, দিবাস্বপ্ন এবং আরও অনেক ধরণের কল্পনা) তেমনি একটি সমাজেও প্রভাব বিস্তার করে ফেলতে পারে। মানুষ যতদিন পৃথিবীতে তাদের টিকে থাকা নিয়ে সচেতন থাকবে হয়ত ততদিন তারা তাদের চারপাশের সকল বস্তুকে নিয়ে আনমনেই এই ধরণের অবাস্তব ধারণা তৈরি করতে থাকবে এবং এইভাবেই তারা দৈত্য, দানব, ভুত-প্রেত, দেবদূত, ফেরেশতা, ঈশ্বরসহ আরও অনেক অতিপ্রাকৃতিক সত্তার জন্ম দিতে থাকবে। এই ধরণের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার দাবি আস্তিকদের কাছে অকাট্য ও অখণ্ডনীয় বলে মনে হলেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এগুলো অগ্রহণযোগ্য । যেমন, ঈশ্বরকে অনেকে বর্ণনা করেন এভাবে, "...the dazzling obscurity of the secret silence, outshining all brilliance with the intensity of their darkness". এখন এই ধরণের বিবরনকে কিভাবে যাচাই করবেন। আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত এই ধরণের দাবি কখনোই বাস্তবমুখী হতে পারে না। এধরণের উক্তির অসংলগ্নতা মাপারও কোন গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা নাই। তাই এই ধরণের সাইকোলজিকাল হাইপোথিসিসকে প্রত্যাখ্যান করাটা মোটেও অযৌক্তিক হয় না। তাই ঈশ্বর দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান। তার শক্তির সমকক্ষ এই দুনিয়ায় দ্বিতীয় কেউ নেই বা হতে পারে না। অনেক যোগী, ঈশ্বরের কিছু কিছু অলৌকিক শক্তি অর্জন করতে পারেন সাধনার মধ্য দিয়ে। এবং তার জন্যে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করে সাধনায় ব্রতী হতে হয়। এবং তার পরে পাওয়া যায় সিদ্ধি। কিন্তু সেই সিদ্ধির জন্য গুপ্ত ঈশ্বর মন্ত্র কেবলমাত্র একজন সিদ্ধ গুরু বা সিদ্ধাই দিতে পারেন।ঈশ্বরের শক্তি যখন কোন সাধককে দেওয়া হয় তার একটা তাৎপর্য থাকে। কেউ এমনই এমনই শক্তি লাভ করে না। এবং ঐ গুরু মন্ত্রই হলো সিদ্ধির চাবিকাঠি। এবং এই গুরু মন্ত্র সাধারণত যিনি প্রদান করেন, তিনি শুধু ঐ মন্ত্র দেওয়ার জন্যই সারা জীবন অপেক্ষা করে থাকেন। এবং সময় এলে স্বয়ং ঈশ্বর তাকে মন্ত্র বলে দেন এবং নির্দেশ দেন কাকে এই মন্ত্র দিতে হবে এবং কোথায় সেই নব্য সাধক সাধনায় লিপ্ত।চারটি অনুঘটকের কারনে হয় মানব জন্ম। যা হল কর্ম, জ্ঞান, ইচ্ছা ও ভক্তি। আর সাধকের জন্ম হয় কর্মের পুন্য, জ্ঞান, ভক্তি ও সাধের কারণে। যখন এই অনুঘটক গুলো পূর্নতা লাভ করে তখন মেলে সিদ্ধি। আর, একটা সিদ্ধি কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। সিদ্ধির ব্যপারটা অনেকটা উর্ধমুখী সিঁড়ির মতো। এক একটা পরীক্ষা আর তার পর নতুন সিঁড়ির দরজা খোলা হয়। এভাবে চলতে থাকে। আর পরীক্ষার আগে থাকে শিক্ষা এবং চরম বাঁধা। আসে ঈশ্বরের শত্রু অর্থাৎ শয়তানের দল, তাদের সাথে চলে নিরন্তর সংগ্রাম। তেমনি সংগ্রাম করে আমাদের মধ্যে মানুষরূপে স্বয়ং ঈশ্বর বাবা লোকনাথ রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার আত্মলীনা ও অলৌকিক শক্তি উদাহরণ আমরা কিছুটা হলেও তুলে ধরলাম।।তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান।সেদিন ছিল ১৯শে জৈষ্ঠ, রবিবার। বাবা নিজেই বললেন তার প্রয়াণের কথা। বহু মানুষ আসেন তাঁকে শেষ দর্শন করার জন্য। কথিত আছে একসময় লোকনাথ মহাযোগে বসেন। সবাই নির্বাক হয়ে অশ্রুসজল চোখে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন কখন বাবার মহাযোগ ভাঙ্গবে। কিন্তু ঐ মহাযোগ আর ভাঙেনি। শেষ পর্যন্ত ১১.৪৫ মিনিটে দেহ স্পর্শ করা হলে দেহ মাটিতে পড়ে যায়। বাংলা ১২৯৭ সালের ১৯ জ্যৈষ্ঠ (১ জুন, ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ) ১৬০ বছর বয়সে লোকনাথ ব্রহ্মচারী দেহত্যাগ করেন।নারায়ণগঞ্জের বারদীর শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে প্রতি বছর উনিশ জৈষ্ঠ মহাপুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারীর তিরোধান উৎসব ও সপ্তাহ ব্যাপী মেলা বসে। তার এই মহাকাল প্রয়াণের দিনটিকে ভক্তি শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে স্মরণ করার জন্যই এই উৎসব ও মেলার আয়োজন হয় । এই তিরোধান উৎসবে অংশগ্রহণ করতে প্রতিবেশী দেশ ভারত, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কাসহ দেশের লক্ষাধিক লোকনাথ ভক্ত বারদী আশ্রমে এসে সমবেত হন। জৈষ্ঠের উনিশ তারিখ আশ্রমের চৌচালা ছাদের উপর থেকে ভক্তদের ছুঁড়ে দেয়া বাতাসা মিষ্টান্ন ও তা কুড়ানোর উচ্ছ্বল আয়োজন হয় যা "হরি লুট" নামে পরিচিত। এছাড়া দিন ব্যাপী চলে গীতা পাঠ, বাল্যভোগ, লোকনাথের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ, রাজভোগ, প্রসাদ বিতরণ ও আরতী কীর্তনসহ ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠান।শ্রী শ্রী বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রমের দক্ষিণের উঠানে তাঁর সমাধিস্থলের পশ্চিমে শত বৎসর ধরে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল আকৃতির একটি বকুল গাছ । আশ্রমের ভেতরে আছে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর বিশাল তৈলচিত্র । মূল আশ্রমের পেছনে খোলা উঠান পেরিয়ে বিশাল পাঁচতলা ভবনের যাত্রীনিবাস । পশ্চিমে আরও দুটি বিশালাকার যাত্রীনিবাস । ভক্ত ও দর্শণার্থীরা বিনা পয়সায় এখানে রাত্রিযাপন করেন। সাধক পুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারী জীবিত থাকা অবস্থায় আশ্রমের পাশে কামনা সাগর ও জিয়স নামে পুকুর খনন করা হয়। এই পুকুরটিতে আশ্রমে আগত ভক্তরা স্নান করেন।বারদীর লোকনাথ আশ্রম এখন শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের তীর্থ স্থানই নয়, বরং ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকল

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

দুবাইয়ে মিমির স্বপ্নপূরণ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দুর্গাপূজা শেষে ছুটি কাটাতে দুবাই গেছেন টালিউড অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। সেখানে গিয়েই ঘটিয়েছেন দুঃসাহসিক কাণ্ড। মাঝ আকাশে বিমান থেকে ঝাঁপ দিলেন টালিউড নায়িকা। অর্থাৎ স্কাইডাইভিং করলেন। শেয়ার করলেন তার স্বপ্নপূরণের ছবি।

এই ছবিগুলো পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'বাকেট লিস্টে টিক দিচ্ছি। এবং অবশ্যই একটা বড় ধন্যবাদ আমার ট্রেনার ম্যাক্সকে এটা সম্ভব করার জন্য।'

মিমি চক্রবর্তী এই ছবিগুলো পোস্ট করার পর অনেকেই তাতে কমেন্ট করেছেন। অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা সেন লেখেন, 'কেমন লাগল?' এক ব্যক্তি লেখেন, 'আপনার সাহসকে কুর্নিশ জানাই। দারুণ ব্যাপার।' আরেকজন লেখেন, 'ওরে বাবা, দারুণ ব্যাপার। স্বপ্নপূরণ করার জন্য শুভেচ্ছা।'

এবার পূজায় মুক্তি পেয়েছে মিমি চক্রবর্তী অভিনীত রক্তবীজ। উইন্ডোজ প্রোডাকশন হাউজের প্রযোজনায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় পরিচালিত এই ছবিতে তার সঙ্গে ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, আবির চট্টোপাধ্যায়, অনসুয়া মজুমদারকে দেখা গেছে। অন্যদিকে গত সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছে মিমি চক্রবর্তীর প্রথম হিন্দি ছবি শাস্ত্রী ভার্সেস শাস্ত্রী।

ভিন ডিজেলকে জড়িয়ে ফের ট্রলের মুখে দীপিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন সম্প্রতি ওকফি উইথ করণ্থ-এর সিজন ৮-এ এসে অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানো নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। তিনি জানান, রণবীর সিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক চলাকালীন অন্য পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করতেন তিনি। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ কটাক্ষের শিকার হতে হয় অভিনেত্রীকে। সেই রেশ না কাটতেই ফের একবার ট্রলের মুখে পড়লেন এই অভিনেত্রী। এবার হলিউড তারকা ভিন ডিজেলকে জড়িয়ে তাকে তুলোধুনা করছেন নেটিজেনদের একাংশ। কারণ পুরনো এক ইন্টারভিউতে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, হলিউড অভিনেতা ভিন ডিজোলের সন্তানের মা হতে চান! এর সঙ্গে দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে সম্প্রতি 'কফি উইথ করণ'-এর শোতে অন্য পুরুষের সঙ্গে দীপিকার সম্পর্কে জড়ানো নিয়ে। উল্লেখ্য, দীপিকার হলিউডে অভিষেক ঘটে ২০১৭ সালে 'এক্সএক্সএক্স: দ্য জেন্ডার কেজ' সিনেমার মাধ্যমে। এই সিনেমায় ভিন ডিজেলের সঙ্গে দীপিকার জমজমাট রসায়ন নজর কেড়েছিল অনেকের। সেই সময় আমেরিকার জনপ্রিয় এলেন ডিজেনেরসের টক শোয়ে হাজির হন দীপিকা।

৬ বছর পর ভুল স্বীকার করে স্বামীর ঘরে ফেরা নিয়ে যা বললেন প্রিয়াঙ্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'চিরদিনই তুমি যে আমার' সিনেমায় অভিনয় করতে গিয়ে ভালোবেসে বিয়ে করেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় দুই তারকা রাহুল ব্যানার্জি ও প্রিয়াঙ্কা সরকার। তাদের সংসার জীবন বেশ ভালোই কাটছিল। কিন্তু পুত্র সহজের জন্মের পর তাদের সংসারে ফাটল ধরতে শুরু করে। ২০১৭ সালে আলাদা হয়ে যান এই দম্পতি। তাদের আইনি বিচ্ছেদ না হলেও প্রায় ৬ বছর আলাদা ছিলেন। তবে ছেলের কথা ভেবে সব অভিযোগ, মান-অভিমান রেখে ফের এক হয়েছেন এই তারকা জুটি।

এর আগে, পুরনো সংসার নতুন করে গুছিয়ে নেয়ার ব্যাপারে কথা বলেছেন রাহুল। কিন্তু অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কাকে সেভাবে কথা বলতে দেখা যায়নি। সম্প্রতি ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এ ব্যাপারে কথা বলেছেন তিনি। প্রিয়াঙ্কা বলেন, আমি ১৩ বছর বয়স থেকে রাহুলকে চিনি। ওই সময় আমার কাছে সে অরুণোদয়দা ছিল। নানা ধরনের পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা সময় পার করেছি। এত বছরে সব পরিস্থিতিতে বন্ধু হিসেবে পেয়েছি তাকে। যখন ছোট ছিলাম তখন অন্য কাউকে ভালো লাগতো, আর ও (রাহুল) অন্য সম্পর্কে ছিল।

এ অভিনেত্রী বলেন, নিজেদের ভালো লাগা, সম্পর্ক নিয়ে ওই সময় আলোচনা করতাম আমরা। এরপর ধীরে ধীরে প্রেম হয় আমাদের। অনেক ঝামেলা করেছি। ওই মুহূর্তে দম্পতি হিসেবে হয়তো সম্পর্কটা এগিয়ে নিতে পারিনি। কিন্তু আমাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সম্মান ছিল।

দাম্পত্য জীবনে যে নিজের ভুল ছিল, সেটি স্বীকার করেছেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা। বলেন, অনেকেই বলেছেন ৬ বছর পর আবার একসঙ্গে পূজা উপভোগ করলাম। এটা ঠিক নয়। কেননা, গত কয়েক বছরও একসঙ্গে পূজা কাটিয়েছি আমরা। এখানে আমাদের ছেলে সহজের প্রসঙ্গ উঠে আসে। এক সময় আমরা একে অপরকে দোষারোপ করেছি। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমারও কিছু ভুল ছিল। আর সেই ভুলগুলো এখন না করার চেষ্টা করছি। ওদিকে রাহুলও অনেক পরিণত হয়েছে। এ জন্য তাকেও একটা সুযোগ দিতে চাই।

নির্মাণে প্রসেনজিৎ, নায়িকা হচ্ছেন কঙ্গনা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আশির দশকের শুরুর ভাগ থেকে এখনও দাপটের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি। টলিউড ছাড়িয়ে বলিউডেও তিনি কাজ করে পাচ্ছেন প্রশংসা। তবে প্রসেনজিতের মনে নির্মাণের ক্ষুধাও রয়েছে। তাই ফের নির্মাণে হাত দিচ্ছেন বুম্বাদা।

এবারের প্রজেক্ট নির্মাণ হবে বলিউড থেকে। যেখানে নায়িকা চরিত্রে থাকতে পারেন কঙ্গনা রনৌত। এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দবাজার।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর নিজের জন্মদিনে প্রশেনজিৎ ঘোষণা দিয়েছিলেন, নতুন ছবি পরিচালনায় হাত দিতে চান তিনি। উনবিংশ শতকে বাংলার মঞ্চে সবচেয়ে আলোচিত অভিনেত্রী নটী বিনোদিনীর জীবনের ঘটনাপ্রবাহ নিয়েই ছবিটি নির্মিত হবে। তবে ছবির নাম এখনও চূড়ান্ত হয়নি। জানা গেছে, নটী বিনোদিনীর পরিকল্পনা ও চিত্রনাট্য তৈরি করেছিলেন পরিচালক প্রদীপ সরকার। যিনি চলতি বছরের মার্চে মারা যান। মূলত এর পরই ছবিটি হাতে নেন প্রসেনজিৎ। যেহেতু হিন্দিতে নির্মিত হবে, তাই ছবির আয়োজনও থাকছে বৃহৎ পরিসরে। প্রথমে কিছু অংশের শুটিং মুম্বাইতে, বাকি অধিকাংশ দৃশ্যের চিত্রায়ন হবে কলকাতা ও এর আশেপাশে।

যদিও খবরটি নিয়ে এখনই কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি প্রসেনজিৎ কিংবা কঙ্গনা কেউই। তবে এরইমধ্যে এই খবরে উচ্ছ্বসিত দুই তারকার ভক্তরা।

প্রসঙ্গত, নটী বিনোদিনীর জীবন অবলম্বনে টলিউডেও একটি ছবি নির্মিত হচ্ছে। সেটায় অভিনয় করছেন রুক্মিণী মৈত্র। এটি প্রযোজনা করছেন দেব। পরিচালনায় রামকমল মুখোপাধ্যায়।

নেইমারের
প্রেমিকা-মেয়েকে অপহরণ করতে বাড়িতে হামলা!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এক গা হিম করা খবর জানা গেল। অল্পের জন্য অপহরণের হাত থেকে বাঁচলেন নেইমারের প্রেমিকা ব্রুনা বিয়ানকার্ডি ও তার সদ্যোজাত মেয়ে। এক মাস আগেই মেয়ের বাবা হয়েছিলেন ব্রাজিল ও সৌদি ক্লাব আল হিলালের স্ট্রাইকার নেইমার। তবে সাও পাওলোর সেই বাড়িতে দুষ্কৃতিকারীদের হামলার সময় ব্রুনার বাড়িতে হামলার সময় ছিলেন তার মা-বাবা। নেইমারের মেয়ে এবং ব্রুনা সেখানে ছিলেন না। কিন্তু অস্ত্রধারী দুষ্কৃতকারীরা নেইমারের প্রেমিকা ও মেয়েকে খোঁজাখুঁজি করেন। ব্রুনাদের না পেয়ে লুটপাট চালায় তারা। যদিও ব্রুনার মা-বাবাকে কোনো আঘাত করেনি দুষ্কৃতকারীরা। খবর পেয়ে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছে। সিসিটিভির ফুটেজে দেখা দুষ্কৃতকারীদের একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাকি দুজনকেও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। তারা ওই বাড়ি থেকে ঘড়ি, গহনা এবং বেশ কিছু ব্যাগ নিয়ে পালিয়েছে।

বিশ্বকাপ ধামাকা
নিয়ম রক্ষার ম্যাচেও
৯৩ রানে হারল পাকিস্তান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অসাধ্য সাধন করতে পারল না বাবর আজমের পাকিস্তান। ক্রিকেটের নন্দনকাননে যখন টস হারল পাকিস্তান, তখনই কি নিউজিল্যান্ড শিবির সেলিব্রেশনে মেতেছিল? হতেই পারে। আর তেমনটা হলে অস্বাভাবিক কিছু তো নয়। কারণ, আজকের ম্যাচে অবশ্যই টস জিততে হত পাকিস্তানকে। হল তার উল্টো। বাবর আজম টস হেরে যেতেই অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, পাকিস্তানের সেমির স্বপ্নভঙ্গ হল। আর হলও সেটাই। ক্রিকেটের নন্দনকাননে টস জিতে প্রথমে ইংল্যান্ড ব্যাটিং বেছেছিল। তাতেই বিশ্বকাপ থেকে পাকিস্তানের বিদায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। এরপর বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে পাকিস্তানের সব আশায় জল ঢেলে দেয় ইংল্যান্ড। সামনে ছিল ৩৩৮ রানের টার্গেট। জিততে হলে ৩০০ বলের মধ্যে এই টার্গেট পূরণ করলেই হত। কিন্তু সেমিফাইনালের টিকিট পাওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল ৬.৪ ওভারে পাকিস্তানের জেতা। যা করতে পারল না গ্রিন আর্মি।

বাবর-রিজওয়ানরা ভালো মতোই জানতেন, এই লক্ষ্যে পৌঁছনো অসম্ভব। যে কারণে প্রথম থেকেই ইংল্যান্ডের বোলাররা চাপে ফেলতে থাকেন পাকিস্তানকে। রান তাড়া করতে নেমে পাকিস্তান প্রথম উইকেট হারায় প্রথম ওভারের দ্বিতীয় বলে। ডেভিড উইলি তুলে নেন আবদুল্লা শফিকের উইকেট। এরপর তৃতীয় ওভারে ফের পাকিস্তানের উইকেটের পতন হয়। দলগত ১০ রানের মাথায় ২ উইকেট হারিয়ে ফেলে পাকিস্তান। যেখানে কিনা পাকিস্তানকে সেমিতে উঠতে হবে ৬.৪ ওভারে জিততে হত। কোনও মিরাকেল হল না। পাকিস্তানের সেমিফাইনালে ওঠার আশা শেষ হতেই নিউজিল্যান্ড হয়ে যায় এ বারের বিশ্বকাপের চতুর্থ সেমিফাইনালিস্ট।

শুরুতেই জোড়া উইকেট হারানোর পর তৃতীয় উইকেটে জুটি বাঁধেন বাবর আজম ও মহম্মদ রিজওয়ান। তাঁদের ৫১ রানের পার্টনারশিপ ভাঙেন আটকিনসন। ৩৮ রান করে মাঠ ছাড়েন পাক নেতা বাবর। মাঠ ছাড়ার সময় বাবরের চোখে মুখে হতাশা ছিল স্পষ্ট। কারণ ততক্ষণে তো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে কলকাতা থেকেই দেশের বিমান ধরতে হবে পাক ক্রিকেটারদের। ৬.৪ ওভারে পাকিস্তান তোলে ২ উইকেট হারিয়ে ৩০ রান।

চতুর্থ উইকেটে মহম্মদ রিজওয়ানের সঙ্গে জুটি বাঁধেন সাউদ শাকিল। এই জুটিতে ওঠে ৩৯ রান। ২৩ ওভারে রিজওয়ানকে বোল্ড করেন মইন আলি। ৩৬ রান করে মাঠ ছাড়েন রিজওয়ান। এরপর সাউদ সাকিলকে (২৯) বোল্ড করেন রশিদ। মইন আলি ফেরান ইফতিকারকে (৩)। শাদাবের (৪) উইকেট নেন আদিল রশিদ। কেরিয়ারের শেষ ওডিআই ম্যাচ খেললেন ডেভিড উইলি। তিনি ফর্মে থাকা সলমন আঘাকে (৫১) ফিরিয়ে ওডিআইতে উইকেটের সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। অবসরের ম্যাচে এমন প্রাপ্তি চওড়া হাসি ফোটায় উইলির মুখে। ২৫ রানের ইনিংস খেলে যান শাহিন শাহ আফ্রিদি। শেষের দিকে দশম উইকেটে হ্যারিস রউফ আর মহম্মদ ওয়াসিমের পার্টনারশিপ ছিল দেখার মতো। ৯ উইকেট হারানোর পর এই জুটিতে ওঠে ৫৩ রান। অবশেষে ২৪৪ রানে থামে পাকিস্তান। ইংল্যান্ডের জয় ৯৩ রানে। এ বারের মতো পাঁচ নম্বরে থেকে ম্যাচ শেষ করল পাকিস্তান। আর এই ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির টিকিট পেল ইংল্যান্ড।

ভারতের কাছে রাজত্ব হারাল পাকিস্তান,
বাবরকে টপকালেন গিল, শাহিনকে সিরাজ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের মাঝ পথেই বদলে গেল আইসিসি র‍্যাঙ্কিয়ের হিসেব-নিকেশ। তালিকায় শীর্ষে থাকা পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজমকে নীচে ফেলে ব্যাটারদের শীর্ষস্থান দখল করলেন ভারতের শুবমান গিল। আর বোলারদের তালিকায়ও পাকিস্তানকে টেনে নামাল ভারত। ভারতীয় পেসার মোহাম্মদ সিরাজের কাছে শীর্ষস্থান হারিয়েছেন পাকিস্তানের শাহিন শাহ আফ্রিদি।

আজ বুধবার প্রকাশিত নতুন তালিকায় শুবমানের পয়েন্ট বেড়ে হয়েছে ৮৩০। বিশ্বকাপে কয়েকটি ম্যাচে ভাল খেলেছেন শুভমন। ৮২৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে বাবর। তিন নম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার কুইন্টন ডি'কক। চলতি বিশ্বকাপে চারটি শতরান করেছেন তিনি। ডি'ককের পয়েন্ট ৭৭১। ক্রমতালিকায় চার নম্বরে উঠে এসেছেন বিরাট কোহলি। চলতি বিশ্বকাপে দু'টি শতরান ও চারটি অর্ধশতরান করেছেন তিনি। কোহলির পয়েন্ট ৭৭০। পাঁচ নম্বরে অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নার। তাঁর পয়েন্ট ৭৪৩। প্রথম দশে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাও রয়েছেন। চলতি বিশ্বকাপে ভাল খেলায় ৭৩৯ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছেন তিনি।

গত সপ্তাহেই বোলার র‍্যাঙ্কিয়ে এক নম্বরে গিয়েছিলেন শাহিন। প্রথম বার বিশ্বের সেরা বোলার হওয়ার পরেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে লজ্জার নজির গড়েন তিনি। পাকিস্তানের হয়ে বিশ্বকাপে এক ইনিংসে সব থেকে বেশি রান দেন তিনি। ১০ ওভারে ৯০ রান দিয়ে একটিও উইকেট পাননি শাহিন। ফলে তাঁর পয়েন্ট কমেছে। অন্য দিকে মুম্বাই ও কলকাতায় ভাল বল করায় পয়েন্ট বেড়েছে সিরাজের। ৭০৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠেছেন তিনি।

দ্বিতীয় স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকার কেশব মহারাজ। তাঁর পয়েন্ট ৬৯৪। চলতি বিশ্বকাপে এখন সব থেকে বেশি উইকেট অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম জাম্পার দখলে। ৬৬২ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন তিনি। তার নম্বরে ভারতের কুলদীপ যাদব। তার পয়েন্ট ৬৬১। এক নম্বর থেকে এক ধাক্কায় পাঁচ নম্বরে নেমে গিয়েছেন শাহিন। পাকিস্তানের পেসারের পয়েন্ট ৬৫৮। বোলারদের তালিকায় প্রথম দশে রয়েছেন ভারতের আরও দুই পেসার। যশপ্রীত বুমরা ও মোহাম্মদ শামি। ৬৫৪ পয়েন্ট নিয়ে আট নম্বরে রয়েছেন বুমরা। দশ নম্বরে শামি। বাংলার পেসারের পয়েন্ট ৬৩৫।

ম্যাক্সওয়েলের ইনিংসটি ওয়ানডে ইতিহাসের সেরা: কামিন্স

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপে গতকাল মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয় আফগানিস্তান-অস্ট্রেলিয়া। দুই দলের লড়াইয়ে অসিরাই ছিল অনেক এগিয়ে। কিন্তু মাঠে নেমে আফগানরা দুর্দান্ত এক লড়াই উপহার দিল। ব্যাট হাতে তারা ২৯১ রান করার পর বল হাতেও ঝড় তুলল। অস্ট্রেলিয়া ৯১ রানে ৭ উইকেট হারানোর পর ম্যাক্সওয়েল একাই দলকে জেতালেন। তিনি ১২৮ বলে ২০১ রান করে চলতি বিশ্বকাপে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেন। প্যাট কামিন্সকে সঙ্গী করে দলকে ৩ উইকেটে জয় উপহার দিয়ে তৃতীয় দল হিসাবে অস্ট্রেলিয়াকে সেমিফাইনালে নিয়ে গেলেন। অথচ ইনিংসের মাঝপথে পায়ে শিরটানের কারণে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে খেলতে হয়েছে ম্যাক্সওয়েলকে। মাঝে দুইবার লেগ বিফোরের আবেদন ব্যর্থ করে এবং একবার ক্যাচ মিসে জীবন পেয়ে দারুণভাবেই কাজে লাগিয়েছেন তিনি। অন্যপ্রান্তে কামিন্স শুধু স্ট্রাইক বদল আর উইকেট ধরে রাখার দিকেই পুরো মনোযোগ ধরে রাখেন। যে কারণে ৬৮ বলের মোকাবিলায় অপরাজিত ১২ রান করেন তিনি। অন্যদিকে ১২৮ বলের ইনিংসে ২১টি চার ও ১০টি ছক্কা হাঁকান ম্যাক্সওয়েল। দৌড়ে রান নিতে সমস্যা হওয়ায় শেষদিকে শুধু চার ও ছক্কাই ভরসা। এক পায়ে সমস্যা থাকায় তার পক্ষে 'ফুটওয়ার্ক করা ছিল অসম্ভব। নিজের চোখ আর হাতের ওপর পুরো ভরসা রাখতে হয়েছে তাকে।

ম্যাচের শেষদিকে কয়েকবার এমনও হয়েছে, চোট আর ক্লান্তি মিলিয়ে ম্যাক্সওয়েলের জোর করে রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে মাঠ ছাড়ার সম্ভাবনাও দেখে দিয়েছিল। যে কারণে বাউন্ডারি লাইনের বাইরে অনেকটা সময় ব্যাট-প্যাড নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন লেগ স্পিনার ও লোয়ার অর্ডার ব্যাটার অ্যাডাম জাম্পা। কিন্তু ম্যাক্সওয়েল হাল ছাড়েননি। সব বাধা অতিক্রম করে লড়াকু মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। আফগান স্পিনার মুজিব উর রহমানের এক ওভারে তিন ছক্কা ও ১ চারে ম্যাচ জিতিয়েই মাঠ ছাড়েন ম্যাক্সওয়েল। সেই সঙ্গে প্রথম অস্ট্রেলিয়ান ও সবমিলিয়ে নবম ব্যাটার হিসেবে ওয়ানডে ডাবল সেঞ্চুরির দেখা পান তিনি।

ম্যাক্সওয়েলের ওই 'ওয়ান-ম্যান ফাইটব্যাক' প্রশংসিত হচ্ছে পুরো ক্রিকেটবিশ্বে। কিন্তু তার নিজের অনুভূতি কেমন? ম্যাচ সেরার পুরস্কার হাতে তিনি বলেন, 'ভয়ানক! আমি এখনও বুঝতে পারছি না কী হয়েছে! ফিল্ডিংয়ের সময় এখানে অনেক গরম ছিল এবং খেলার আগে খুব বেশি অনুশীলনও করিনি। যতক্ষণ না আমি মুভমেন্ট কিছুটা ফিরে পাচ্ছি, ততক্ষণ আমাদের পরিকল্পনা ছিল এক প্রান্ত ধরে খেলতে এবং ভাগ্যক্রমে শেষ পর্যন্ত আমরা তা পেরেছি। কিছু সুযোগও পেয়েছি। যে কারণে নিজেকে ভাগ্যবান ভাবাই যায়। তবে যা হয়েছে তাতে আমি গর্বিত।'

তবে ম্যাক্সওয়েলের মতো অত রয়েসয়ে প্রতিক্রিয়া জানাননি কামিন্স। নন-স্ট্রাইকিং প্রান্তে দাঁড়িয়ে যা দেখলেন তা তার নিজের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। যে কারণ ম্যাচ শেষ তিনি বলেন, 'এককথায় অসম্ভব... আমি জানি না কীভাবে এর ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ম্যাক্সি ছিল আউট অব দ্য ওয়ার্ল্ড। এটাই ওয়ানডে ইতিহাসের সেরা ইনিংস হওয়া উচিত। আমরা সত্যিই ভাগ্যবান যে এখানে আছি। আমি স্ট্রাইকে যেতে পারছিলাম না (হাসি)।'

সাকিবের 'টাইমড আউট'
ডোনাল্ডেরও পছন্দ হয়নি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজকে টাইমড আউট করে সাকিব আল হাসান যেমন ইতিহাসের পাতায় নাম লিখেয়েছেন, ম্যাথিউজকেও তুলে দিয়েছেন ইতিহাসের পাতায়। তেমনই সাকিব এক মহাবিতর্কের মুখেও পড়েছেন। অনেকেই সাকিবের এই সিদ্ধান্তকে ভালোভাবে নিতে পারেনি। অনেকেই বলছেন এটা ক্রিকেটীয় চেতনার সাথে যায় না।

আর যারা সাকিবের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি তাদের তালিকায় আছেন খোদ বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ অ্যালান ডোনাল্ড। দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক এই ফাস্ট বোলার ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকব্লগ ডটনেটে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ডোনাল্ড স্পষ্ট করেই বলেছেন, তিনি এমন কিছুই দেখতে চাননি।

ডোনাল্ড জানিয়েছেন, তিনি চাইছিলেন মাঠে ঢুকে বলতে এমন পরিস্থিতির পক্ষে তিনি না। ডোনাল্ডের মতে, মাথিউজের টাইম আউটের ঘটনায় বাংলাদেশের জয়ের মাহাত্ম্য কিছুটা হলেও কমে গেছে। তিনি বলেছেন, 'আমার মনে হয় এটাতে বাংলাদেশের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ম্লান হয়ে গেছে। সত্যি বলতে আমি এখনো একটু হতভম্ব। ব্যক্তি ও ক্রিকেটার হিসেবে এটি আসলে আমার মূল্যবোধের ব্যাপার। বয়সভিত্তিক দল, ক্লাব ক্রিকেট, রাজ্য ক্রিকেট, আন্তর্জাতিক, আমার গোটা জীবনে কখনোই, কখনোই এমন কিছু দেখিনি নিশ্চিতভাবেই।'

শাখতারে ধরা খেল বার্সা,
মিলানের কাছে পিএসজি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লিগ টেবিলে তিনে থাকলেও শিরোপার লড়াইয়ে ভালো মতোই আছে বার্সেলোনা। এমনকি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পয়েন্ট টেবিলেও শীর্ষে জাভির দল। কিন্তু দুই যাত্রায় দলটির সঙ্গী ভালো-খারাপ সময়। মঙ্গলবার রাতে যেমন বার্সেলোনা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বের চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচে শাখতার দোনেস্কের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরেছে। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পোল্যান্ড ও জার্মানির মাঠে ফুটবল খেলছে শাখতার। এদিন জার্মানির ভলসপার্ক স্টেডিয়ামে ম্যাচের ৪০ মিনিটে গোল খায় বার্সা। ওই গোল আর শোধ করতে পারেনি দলটি। যদিও জাভির দলের গোল শোধ করার চেষ্টায় কোন ঘাটতি ছিল না। বার্সার ধরণ অনুযায়ী, কাতালানদের পায়ে ৬৮ শতাংশ বল ছিল। গোলের লক্ষ্যে শট নিয়েছিল ১৩টি। ওই হিসেবে আবার শাখতারের ৯ শটকে খারাপ বলার সুযোগ নেই। অন্যদিকে এসি মিলানের মাঠে গিয়ে ২-১ গোলে হেরেছে কিলিয়ান এমবাপ্পের পিএসজি। ম্যাচের ৯ মিনিটে মিলান ক্রিনিয়ার গোল করেন। তিন মিনিট পরে রাফায়েল লিও' ওই গোল শোধ করে দেন। ৫০ মিনিটে অলিভার জিরু গোল করে হার উপহার দেয় পিএসজিকে। মিলানের কাছে হারে পিএসজি পয়েন্ট টেবিলে দুইয়ে নেমে গেছে। জার্মান ক্লাব বরুশিয়া ডর্টমুন্ড ঘরের মাঠে নিউক্যাসলের বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতে ৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠেছে। সৌদি মালিকানায় গিয়ে লিগে দারুণ ফুটবল খেলা নিউক্যাসল চার ম্যাচে মাত্র এক জয় পেয়েছে। ৪ ম্যাচে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে মিলান। তারাও শেষ ষোলোয় জায়গায় লড়াইয়ে ভালো মতোই আছে।

ম্যাক্সওয়েলের মহাকাব্যিক
ইনিংস নিয়ে যা বললেন শচীন-কোহলি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ জয়ী অভাবনীয় এক ইনিংস খেলে ক্রিকেট বিশ্বের অনেক পরিসংখ্যানই বদলে দিয়েছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। মানসিক দৃঢ়তায় এমন ভাবেও যে খেলা যায় ও দলকে জয় উপহার দেয়া যায়, তা যেন ম্যাক্সওয়েল সবাইকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে শিখিয়ে দিয়েছেন।

চলমান বিশ্বকাপের ৩৯তম ম্যাচে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ১২৮ বলের ২০১ রানের বিধ্বংসী ইনিংসে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে অস্ট্রেলিয়া। আফগানদের কাঁদিয়ে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠে গেল রেকর্ড পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। ২১ চার ও ১০ ছক্কায় ১৫৭ স্ট্রাইক রেটে ২০১ রান করে দলের জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন তিনি।

ম্যাক্সওয়েলের ঝকঝকে ইনিংসটি এ পর্যন্ত ওয়ানডেতে সব স্মরনীয় ইনিংসকে ছাড়িয়ে গেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। বারবার পেশীর ইনজুরি নিয়ে ব্যাটিং থেকে সড়ে আসার সিদ্ধান্তও প্রায় নিয়ে ফেলেছিলেন ম্যাক্সওয়েল। কিন্ত দেশের প্রতি ভালবাসা থেকে শেষ পর্যন্ত জয় উপহার দিয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে।

মুম্বাইয়ের অসাধারণ ঐ ইনিংসের পর সারা বিশ্বজুড়েই প্রশংসায় ভাসছেন ম্যাক্সওয়েল। অবিশ্বাস্য এমন ইনিংসের পর অজি এই ক্রিকেটারকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ভারতের দুই প্রজন্মের কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার ও বিরাট কোহলি।

ম্যাক্সওয়েলের প্রশংসা করে এক্সে (সাবেক টুইটার) একটি টুইট করেছেন টেন্ডুলকার। যেখানে তিনি লিখেছেন, 'সর্বোচ্চ চাপ থেকে সর্বোচ্চ পারফরম্যান্স। আমার জীবনে দেখা সেরা ওয়ানডে ইনিংস এটাই।'

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) ম্যাক্সওয়েলের দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর সতীথ বিরাট কোহলি। ইনস্টাগ্রামে ম্যাক্সওয়েলের বন্দনা করেছেন সময়ের সেরা এই ব্যাটসম্যান। ইনস্টাগ্রামের ডে-তে কোহলি লিখেছেন, 'শুধু তুমিই এটা করতে পারো। উন্মাদ।'

এদিকে দানবীয় ইনিংস খেলার পর সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ম্যাক্সওয়েল, 'যারা আমাকে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে তাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমি অনেকটাই আবেগে আপ্লুত হয়ে যাচ্ছি। প্যাট কামিন্স ওখানে দারুণ খেলেছে। মাঝে মাঝে আমি তার প্রতি রূঢ় হয়েছি, এ জন্য দুঃখিত।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR